তিনটি মূলনীতি
ও
উহার প্রমাণাদী

নামাযের শর্তাবলী
ইসলামের চারটি ভিত্তি

(নাম্নাযের শর্ত, ওয়াজিব ও রুকন সমূহ)

রচনা ঃ
সংস্কারক ইমাম শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব
(রাহেমাহুল্লাহ) মৃত ঃ ১২০৬ হিজরী
(আল্লাহ পাক তাকে রহম করুন এবং তাঁর জন্যে জান্নাতে বাসস্থান নিযুক্ত করুন)

মন্তব্য টীকা লিখেছেন ঃ
মুহাম্মাদ মনীর আদ্‌দামেশকী

(প্রিয় পাঠক!) অবগত হউন। আল্লাহ পাক আপনার প্রতি রহমত করুন ! আমাদের প্রতি চারটি বিষয়ের জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য।

১.এলম,আর তাহলো আল্লাহ, তাঁর নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এবং দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে দলীল প্রমাণ সহ পরিচয় লাভ করা।

২.এলম অনুযায়ী আমল করা।

৩.আমল করার জন্য (মানুষকে) আহবান করা। (অর্থাৎ ইসলামের দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়।)

৪.উক্ত কাজে আহবান করতে গিয়ে কষ্ট ও আঘাত আসলে ধৈর্য ধারণ করা। এর প্রমাণে আল্লাহ পাকের বাণী ঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٣) سورة العصر

অর্থ " আল্লাহর নামে শুরু করছি,যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।"

"মহাকালের শপথ , [1] মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয় ,যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়,ধৈর্য ধারণের পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।"

---

[1]-মহান আল্লাহ পাক (আয়াতে) আসর বা সময়ের শপথ করেছেন,কারণ এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে যা দিন ও রাতের অতিবাহিত ও অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এবং এই দিন ও রাতের আগমন ও প্রস্তান এর নির্মাতা ও স্রষ্টার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

[সূরা আসর ঃ ১- ৩ আয়াত]

ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহু তা'য়ালা (সূরা আসর সম্পর্কে) বলেন ঃ আল্লাহ পাক যদি তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি এই সূরাটি ছাড়া অন্য কোন যুক্তি ও প্রমাণ অবতীর্ণ না করতেন তাহলে এ সূরাটিই তাদের (হিদায়েতের) জন্য যথেষ্ট ছিল।

এবং ইমাম বুখারী রাহেমাহুল্লাহু তা'য়ালা বলেন ঃ باب العلم قبل القــول والعمل (সহীহ বুখারী প্রথম খন্ড,পৃষ্ঠা ৪৫)

(অধ্যায়) এলম বা জ্ঞানের স্থান কথা ও কাজের পূর্বে। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ[2]

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ﴾ (١٩) سورة محمد

অর্থ" সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকার) কোন মা'বূদ নেই, তোমার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

[সূরা মুহাম্মাদ - ১৯]

---

[2] -যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে,আমাদের কাছে বুখারীর যে কপি রয়েছে তাতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ'(অধ্যায়) এলম বা জ্ঞানের স্থান কথা ও কাজের পূর্বে।' এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ আল্লাহ পাক আয়াতে কথা ও কাজের পূর্বে এলম বা জ্ঞান অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ পাক আয়াতে কথা ও কাজের পূর্বে এলম বা জ্ঞানার্জনের কথা উল্লেখ করেছেন।

(প্রিয় পাঠক!) আরও জেনে রাখুন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর প্রতি নিম্নের তিনটি বিষয়ের জ্ঞানার্জন এবং সে মোতাবেক আমল করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রথম ঃ

অবশ্যই আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক বা জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তিনি পরিত্যাক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেন নেই বরং (হিদায়েতের জন্য) আমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানী করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ (١٦) سورة المزمل

অর্থ "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাটিয়েছিলাম ফিরআ'উনের নিকট। কিন্তু ফিরআ'উন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।"

[সূরা মুয্যামম্মিল ১৫- ১৬ আয়াত]

দ্বিতীয় ঃ

আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করাকে (কখনই) পছন্দ করেন না, চায় তিনি কোন সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিস্তা হউন অথবা প্রেরিত কোন রাসূল হউন না কেন। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (١٨) سورة الجن

অর্থ " এবং এই যে মসজিদ সমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না।"

[সূরা জ্বীন ১৮ আয়াত]

তৃতীয় ঃ

যে ব্যক্তি রাসূল(ﷺ) এর আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করবে তার জন্য, যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়, উক্ত বিরোধিতাকারী যতই ঘনিষ্ঠ ও নিকটাত্মীয় হউক না কেন। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী,

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢٢) سورة المجادلة

অর্থ "(হে রাসূল!) তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়। যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোন না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা,

পুত্র, ভ্রাতা, অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ্ দ্বারা। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে ; আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে [3]।"

---

[3] --- বর্ণিত আছে যে এ আয়াতটি আবু ওবাইদাহ বিন আল জার্‌রাহ বদরের যুদ্ধে তার পিতাকে যখন (নিজ হাতে) হত্যা করেছিলেন সে সম্পর্কে নাযিল হয়। কারণ তার পিতা আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা ও প্রতিরোধকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাজিআল্লাহু আনহু) যখন তাঁর মৃত্যুর পর কে খলিফা নির্বাচিত হবেন সে বিষয়ে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি শুরা কমিটি নির্ধারণ করেন তখন বলেন, আবু ওবাইদাহ জীবিত থাকলে আমি তাকে অবশ্যই খলিফা নিযুক্ত করতাম। এর মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচন করা হতো যে উক্ত গুণাবলির অধিকারী হতো যার অন্তরে আল্লাহ পাক সুদৃঢ় করেছেন ঈমান ও কল্যাণের এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্যকে তার অন্তরে স্থায়ী করে দিয়েছেন তাঁর বিশেষ শক্তির দ্বারা এবং ঈমানকে তার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তায় সৌন্দর্যে সজ্জিত করেছেন। আমাদের আলেম সমাজ আজকে কেন তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াচ্ছেন না যারা ইসলাম থেকে বিমূখ হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং তাদের বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নার

[সূরা মুজাদালাহ্ - ২২]

(প্রিয় পাঠক ! আরও জেনে রাখুন) আল্লাহ আপনাকে তাঁর আনুগত্য করার জন্য পথপ্রদর্শন করুন। খাঁটি বিশ্বাসই হলো মিল্লাতে ইবরাহীমের মূল কথা, আর তা'হলো যে তুমি শুধু মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করবে এবং তাঁরই জন্য দ্বীনকে খালেস বা আন্ত রিকভাবে পালন করবে। আল্লাহ পাক কেবল তাঁরই ইবাদত করার জন্য সমগ্র মানব জাতিকে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) سورة الذاريات

অর্থঃ"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।"

[সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত]

আয়াতে "আমার ইবাদত করবে" এর অর্থ হলো ইবাদতে আমাকে এক ও একক বলে জানবে। আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নির্দেশ হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। এর অর্থ হলো ইবাদতে আল্লাহকে একক রাখা (তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করা) আর

বিরুদ্ধে রদ করে থাকে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন সময়িকী ও ম্যাগাজিনে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রচার করে থাকে -----।

সবচেয়ে বড় নিষেধ হলো শিরক। শিরকের অর্থ হলো আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে আহবান করা। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾ (٣٦) سورة النساء

অর্থ " এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করো না।" [সূরা নিসা ৩৬ আয়াত]

(যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়) তিনটি মূলনীতি কি যা প্রত্যেক মানুষের জন্য জানা ওয়াজিব বা অপরিহার্য ? তুমি উত্তরে বলবেন, বান্দাহ তার প্রতিপালককে, তার দ্বীন সম্পর্কে এবং তার নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে জানবে।

প্রথম মূলনীতি ঃ الأصل الأول

বান্দাহ তার প্রতিপালক সম্পর্কে জানা ঃ

(যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় বা তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়) তোমার রব বা প্রতিপালক কে ? উত্তরে বলবে আমার প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আমাকে এবং সমস্ত বিশ্ববাসীকে তাঁর নিয়া'মত দ্বারা লালনপালন করেন। তিনিই আমার একমাত্র মা'বূদ, তিনি ছাড়া আমার আর কোন মা'বূদ নেই। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) سورة الفاتحة

অর্থ "আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"
[সূরা ফাতিহা - ২ আয়াত]

আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই হচ্ছে সৃষ্ট বস্তু এবং আমি উক্ত সৃষ্ট বস্তুরই একজন মাত্র।

(যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে) যে, তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালককে চিনলে ? উত্তরে ব বলবে, আমি আমার প্রতিপালকে তাঁর নিদর্শন ও চিহ্ন,সৃষ্টিকুলের মাধ্যমে চিনতে পেরেছি। তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে হলো দিন ও রাত এবং চন্দ্র ও সূর্য। এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে হলো সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীন এবং এ দু'য়ের ভিতরে ও এর মধ্যস্থলে যা কিছু আছে। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٣٧) سورة فصلت

অর্থ " আর তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"

[সূরা হা -মীম আসসিজদাহ -৩৭ আয়াত]

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥٤) سورة الأعراف

অর্থ " নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত

করেন,যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বড়িত গতিতে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত, যেনে রাখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ হলেন বরকতময়।"

[সূরা আ'রাফ ৫৪ আয়াত]

রব বা প্রতিপালক যিনি তিনিই হলেন মা'বূদ - ইবাদতের যোগ্য। এর প্রমাণে আল্লাহ পাকের এরশাদ হলো ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٢) سورة البقرة

অর্থ" হে মানব বৃন্দ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা পরহেজগার হও। যিনি তোমাদেরে জন্যে ভূতলকে শয্যা [4] ও আকাশকে ছাদ [5] স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ হতে

---

[4] -অর্থৎ আল্লাহ পাক তিনি যমীনকে তোমাদের জন্য সমতল করে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য তা শক্ত করে দেন নেই । কারণ এর ফলে যমীনের উপরে অবস্থান করা সম্ভব হতো না।

[5] - অর্থাৎ তিনি আসমানকে তোমাদের জন্য গম্বুজ ও তাঁবুর ন্যায় অথবা তা যমীনের জন্য ছাদের ন্যায় করেছেন।

বারি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর তার দ্বারা তোমাদের জন্যে উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতঃএব তোমরা আল্লাহর জন্যে শরীক (সমকক্ষ) করো না এবং তোমরা এটা অবগত আছ।"

[সূরা বাকারাহ ২১ - ২২ আয়াত]

ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যিনি এই সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকারী তিনিই কেবল ইবাদতের হকদার।

ইবাদতের প্রকার সমূহ ঃ

(ইবাদতের প্রকার সমূহ) যা পালন করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন, তা হলো ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। ইবাদতের (অন্যান্য) প্রকারের মধ্যে যেমনঃ দু'আ বা আহবান করা,ভয়-ভীতি, আশা করা, তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা, আগ্রহ ও আকাংখা, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, আতংক,বিনয় ও নম্রতা, অমঙ্গলের আশংকা, প্রত্যাবর্তন করা,সাহায্য প্রার্থনা করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, কঠিন বিপদের সময় সাহায্যের ফরিয়াদ ও আবেদন করা, কোরবানী করা এবং মানত ও উৎসর্গ করা সহ অন্যান্য যাবতীয় ইবাদত যা করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ প্রদান করেছেন। (উপরে উল্লেখিত সমস্ত প্রকার ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যে পালন করতে হবে)

একমাত্র আল্লাহর কাছেই দু'আ করতে হবে ঃ

আল্লাহকেই আহবান করতে হবে এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١٨) سورة الجن

অর্থ "এবং এই যে,মসজিদ সমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না।"

[সূরা জ্বীন - ১৮ আয়াত]

যে ব্যক্তি এই সমস্ত (উপরে উল্লেখিত) ইবাদতের কোন প্রকার আল্লাহ ছাড়া অন্যের (যেমনঃ ফিরিশতা, নবী, ওলী, পীর ও মুরশীদ এর) জন্য সাব্যস্ত করবে সে মুশরিক ও কাফির বলে গণ্য হবে। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١١٧) سورة المؤمنون

অর্থ" যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।"

[সূরা মু'মিনুন -১১৭ আয়াত]

(উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রমাণ ঃ)

দু'আ ইবাদত হওয়ার প্রমাণ ঃ

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ (اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ) "দু'আ ইবাদতের মজ্জা ও মূল" [6] এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

---

[6]-হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আসীর নিহায়াহ গ্রন্থে বলেছেন যে, কোন বস্তুর مخ বা মজ্জা হলো তার আসল ও খাঁটি। আর মজ্জা দু'দিক থেকে হতে পারে। **এক,** খাঁটি ও মজ্জা হলো আল্লাহ ত'য়ালার নির্দেশের অনুগত হওয়া ও অনুসরণ করা। যেহেতু আল্লাহ পাক বলেছেনঃ (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) অর্থ"তোমরা আমাকে ডাকো,আমি তোমাদের ডাকে

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَــادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٦٠) سورة غافر

অর্থ" তোমাদের প্রতিপালক বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"

[সূরা গাফির ৬০ আয়াত]

ভয় -ভীতি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١٧٥) سورة آل عمران

অর্থ" যদি তোমরা (প্রকৃত) ঈমানদার হও তবে তাদেরকে (কোন মানুষকেই) ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর।"

[সূরা আল ইমরান -১৭৫ আয়াত]

*** আশা- আখাংকাও ইবাদত,এর প্রমাণে** আল্লাহ পাকের এরশাদ হলো ঃ

সাড়া দিবো।" কাজেই দুআ হলো ইবাদতের খাঁটি ও মূল। **দ্বিতীয়,** মজ্জা এ কারণে যে , কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছ থেকে কোন বিষয়ে কামিয়াবি ও সফলতা দেখতে পায় তখন আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে নিজের আশা আকাংক্ষাকে ছিন্ন করে তার নিজের চাহিদা পূরণে একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে থাকে। আর এটাই হলো ইবাদতের মূল। কারণ ইবাদতের উদ্দেশ্যই হলো উক্ত কাজের প্রতি সওয়াব হাসিল করা আর এটি দুআর মাধ্যমেই কামনা করা হয়ে থাকে।

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَـادَةِ رَبِّـهِ أَحَدًا ﴾

অর্থ " সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" [সূরা কাহ্ফ-১১০ আয়াত]

তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এর প্রমাণে আল্লাহ পাকের বাণী ঃ

﴿ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٢٣) سورة المائدة

অর্থ " এবং তোমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।" [সূরা মায়িদাহ্- ২৩ আয়াত]

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿ وَمَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٣) سورة الطلاق

অর্থ " যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।" [সূরা তালাক -৩]

আগ্রহ ও আকাংখা, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা বা আতংক, বিনয় ও নম্রতাও ইবাদত, এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَـانُوا لَنَـا خَاشِعِينَ ﴾ (٩٠) سورة الأنبياء

অর্থ " তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।"

[সূরা আম্বিয়া- ৯০ আয়াত]

অমঙ্গলের আশংকা কার ইবাদত এর প্রমাণে আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾

অর্থ " অতঃএব তোমরা তাদেরকে (যালেমদেককে) ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর।"

[সূরা বাকারাহ -১৫০ আয়াত]

প্রত্যাবর্তন আল্লাহর ইবাদত, এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَأَنِيبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ (٥٤) سورة الزمر

অর্থ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভীমুখি হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন কর।" [সূরা যুমার -৫৪ আয়াত]

***সাহায্য প্রার্থনা করা ইবাদত এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ**

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٥) سورة الفاتحة

অর্থ " আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।" [সূরা ফাতিহা ৫ আয়াত]

এবং হাদীসে (সাহায্য প্রার্থনা করা ইবাদত হওয়ার বিষয়ে) বর্ণিত হয়েছে, (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّه) অর্থ" যখন তুমি সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।" [7]

---

[7] -হাদীসের এই টুকরাটি লম্বা একটি হাদীসের অংশ যা (ইমাম) তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এর অর্থ হলো তুমি যখন দুনিয়া ও আখেরাতের কোন বিষয়ে সামগ্রী সংগ্রহের আবেদনের সাহায্য ও সহায়তা চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে, কারণ তিনি ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই এবং তিনি

আশ্রয় প্রার্থনা করা ইবাতদ ,এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ ﴾ (٢) سورة الناس

অর্থ "(হে মুহাম্মদ !) বলঃ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের, যিনি মানবমন্ডলীর মালিক।" [সূরা নাস ১-২ আয়াত]

কঠিন বিপদের সময় সাহায্যের ফরিয়াদ ও আবেদন করা ইবাদত, এর প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (٩) سورة الأنفال

অর্থ" স্মরণ কর সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রর্থনা করছিলে, আর তিনি সেই প্রর্থনা কবুল করেছিলেন।"

[সূরা আনফাল - ৯ আয়াত]

কোরবানী করা আল্লাহর ইবাদত , এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

ছাড়া কেউ কোন কিছু দানকারী নেই এবং কোন ক্ষেত্র সূচনাকারী বা উন্মুক্তকারী নেই। কাজেই অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের স্থানে মাধ্যমকে ছিন্ন করা অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ পাকের বাণীতে উক্ত বিষয়ে ইশারা বা সংকেত দেয়া হয়েছে।" إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা তোমার ছাড়া অন্য করো ইবাদত করি না এবং তোমার নিকট ব্যতীত অন্য করো কাছে সাহায্যও চাই না।"

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّــهِ رَبِّ الْعَــالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١٦٣) سورة الأنعام

অর্থ" (হে রাসূল!) তুমি বলে দাও আমার নামায,আমার সকল ইবাদত,(কুরবানী ও হজ্জ) আমার জীনব ও মরণ সব কিছু সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।"

[সূরা আন'আম ১৬২ -১৬৩ আয়াত]

(কুরবানী করা ইবাদত) হাদীস থেকে এর প্রমাণঃ

(لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْــرِ اللهِ) অর্থ " যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে (যেমনঃ নবী, পীর, মুরশিদ ও কবরবাসীর উদ্দেশ্যে) কোরবানী করে আল্লাহ তার উপর লা'নত করুন।" [8]

*** মানত করাও আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শামিল,** এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ (٧) سورة الإنسان

অর্থ " তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক [9]।"

---

[8]- হাদীসটি ইমাম মুসলিম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। লা'নত এর অর্থ হলো সম্পূর্ণ ভাবে রহমত ও তার স্থান থেকে দূরে থাকা। এবং মালউন এর অর্থ হলো যার প্রতি লা'নত নিশ্চিত হয়েছে।

[সূরা দাহর-৭]

الأصل الثاني

দ্বিতীয় মূলনীতি ঃ

দলীল প্রমাণ সহ ইসলামকে জানা ঃ

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে দলীল প্রমাণ সহ জ্ঞান অর্জন করা। আর ইসলামের অর্থ হলো একত্ববাদের সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা এবং একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা ও শিরক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা । এবং এর তিনটি স্তর (ইসলাম), (ঈমান), (ইহসান) এবং প্রতিটি স্তর বা শ্রেণীর আবার কয়েকটি করে রুকন রয়েছে।

<u>প্রথম স্তর ঃ</u>

ইসলাম

---

[9]-অর্থাৎ যে দিনের বিপত্তি হবে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ভাবে প্রসারিত ।আমরা আল্লাহর কাছে উত্তম পরিণতির জন্য প্রার্থনা করছি।

ইসলামের রুকন (পাঁচটি) ঃ

১) একথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) মাহে রামাজানের রোযা রাখা(৫) এবং কা'বা ঘরের হজ্জ আদায় করা।

আরকানে ইসলামের প্রমাণ ঃ

তাওহীদের সাক্ষ্য

আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী,

﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٨) سورة آل عمران

অর্থঃ" আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত (সত্যিকার) কেউ মা'বূদ নেই এবং ফিরিশতাগণও; আল্লাহ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) মা'বূদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

[সূরা আল- ইমরান - ১৭ আয়াত]

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" শাহাদাত বক্যের অর্থ হলো যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। **"লা- ইলাহা** "এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা এবং **"ইল্লাল্লাহু** " বাক্য দ্বারা সমস্ত প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য স্থির করা এবং তাঁর ইবাদতে কোন শরীক নেই যেমন তাঁর রাজত্বে ও কর্তৃত্বে কোন শরীক নেই। এর ব্যাখ্যা আল্লাহ পাকের নিম্নের আয়াতে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছে।

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِيْ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُــونَ﴾ (٢٨) سورة الزخرف

অর্থঃ" (হে রাসূল ﷺ !) স্বরণ কর, যখন ইবরাহীম (عليه السلام) তাঁর পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি [10] করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে তাঁর পরবর্তীদের জন্যে যাতে তারা (শিরক থেকে) প্রত্যাবর্তন করে।"

[সূরা যুখরুফ ২৬ - ২৮ আয়াত]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّــهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَــإِن تَوَلَّــوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾(٦٤) سورة آل عمران

অর্থঃ"(হে রাসূল ﷺ !) তুমি বল ঃ হে আহলে কিতাব ! আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে যে বাক্য অভিন্ন ও সাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি ও

---

[10] -অর্থাৎ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে শূন্যতা ও অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন।

তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে প্রভুরূপে গ্রহণ না করি, অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তবে বল ঃ তোমরা সাক্ষী থাক যে,আমরাই মুসলিম [11]।”

---

[11] - কুরআনের পদ্য বিন্যাস অনুযায়ী দৃশ্যতঃ ইহূদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। (تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَــوَاء بَيْنَنَــا وَبَيْـــنَكُمْ) “আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে যে বাক্য অভিন্ন ও সাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো” অর্থাৎ আমরা এবং তোমরা যে বিষয়ে ইনসাফ,নিরপেক্ষতা এবং মাঝামাঝি ও অর্ধাংশে সমান। অতঃপর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এর পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে। (أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَــيْئًا)“যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি ও তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির না করি” অর্থাৎ না কোন প্রতিমার ও মূর্তির এবং না কোন ক্রস-চিহ্নের এবং না কোন তাগুতের ও অগুনের এবং না অন্য কিছুর, বরং আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ইবাদত করবো তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আর এটিই হলো সমস্ত রাসূলগণের আল্লাহ তা’আলার দিকে আহবান, যাঁর খ্যাতি ও স্মরণ অতি উঁচু ও মহান এবং যার গুণাবলি অতি পবিত্র। আল্লাহর বাণী ঃ(وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّـــهِ)“এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে প্রভুরূপে গ্রহণ না করি” অর্থাৎ আয়াতের এই অংশের মাধ্যমে যারা ঈসা মসিহ ও ওযায়ের (عليه السلام) এর প্রভুত্বেও বিশ্বাস রাখে তাদের

নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এবং আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তারা মানবজাতিরই বংশভুত এবং তাদেরই অংশ বিশেষ (এবং তাদের মধ্যে প্রভুত্বের কোন গুণাবলি নেই)। এবং ঘৃর্ণিত তাদেও জন্য যে, যারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে মানুষের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে এবং ঐ সমস্ত লোক যা হালাল করে থাকে তাকেই হালাল এবং তারা যা হারাম করে থাকে তাই তারা তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। যদি কেউ উক্ত কাজ করে তা হলে তার অন্ধ অনুস্বরণের মাধ্যমে তাকে রব বানিয়ে নিল। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ(اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ) " তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে" ইবনে জুরাইজ বলেনঃ আল্লাহর অবাধ্যতায় আমাদের একে অপরের আনুগত্য করবে না। ইকরামাহ বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হলো আমাদের কেউ একে অন্যকে সিজদাহ করবো না। (فَإِن تَوَلَّوْاْ) " অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়" অর্থাৎ তারা যদি তাওহীদ থেকে মুখ ফিরে নেয়,(فَقُولُـــواْ)" তবে বল ঃ" অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (ﷺ) ! তুমি এবং মুমিনগণ তাদেরকে বলে দাও যে (اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) "তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরাই মুসলিম" অর্থাৎ তোমাদের কাছে যেহেতু প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো তাই তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা তাওহীদপন্থী ও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী। এবং এ কথাও স্বীকার করো যে, তোমরা না বরং আমরাই মুসলমান।

[সূরা আল ইমরান - ৬৪ আয়াত]

রিসালতের প্রমাণ ঃ

মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী,

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٢٨) سورة التوبة

অর্থঃ" তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই [12] মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি

---

[12]- আয়াতে অধিকাংশ মুফাস্সীরদের নিকট এর মাধ্যমে আরবদেরকে খিতাব করা হয়েছে। (مِّنْ أَنفُسِكُمْ) " তোমাদেরই মধ্যকার" অর্থাৎ তোমাদেরই জাতি ও বংশ থেকে তোমাদের মতই তিনি একজন আরবীভাষী এবং কুরাইশ বংশীয় , তোমরা তার বংশ , গোত্র ও মর্যাদা অবগত আছো যিনি তোমাদের মধ্যে অধিকতর মর্যাদাবান ও উত্তম। (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) " যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টকর মনে হয়" العنت হলো তাদের জন্য ক্লান্তি এবং তাদের প্রতি কষ্টদায়ক এবং দুনিয়ায় তরবারী ও অনুরূপ এর দ্বারা শাস্তির অপছন্দনীয় কোন সাক্ষৎ এর মিলন ঘটা অথবা আখেরাতে আযাবের মিলন কিংবা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় প্রকার আযাবের সাক্ষাৎ। এর অর্থ হলো তোমাদের ক্লান্তি তাঁর প্রতি কষ্টদায় এটিই প্রমাণ করে যে তিনি তোমাদেরই জাতির একজন এবং তোমাদেরই হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। (حَرِيصٌ)" হিতাকাঙ্খী" অর্থাৎ তোমাদের প্রতি লোভী যাতে তোমরা জাহান্নামে

কষ্টকর মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্খী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল,করুণাপরায়ণ।"

[সূরা তাওবাহ - ১২৮ আয়াত]

(شهادة أن محمدا رســـول الله) **" মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ "** শাহাদত বাক্যের অর্থ হলো যে, তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা, তাঁর সমস্ত কথা ও সংবাদকে সত্য বলে স্বীকার করা, আর তিনি যা করতে নিষেধ ও সাবধান করেছেন তা বর্জন করা এবং আমরা আল্লাহ পাকের ইবাদত সেই ভাবে করবো যেভাবে তিনি শরীয়ত সম্মত বিধান করে দিয়েছেন।

প্রবেশ না করো বা তিনি তোমাদের ঈমান ও হিদায়েতের প্রতি অতি আগ্রহী। (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) "মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ"আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলকে 'রাউফ ও রাহীম' বড়ই স্নেহশীল,করুণাপরায়ণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ব্যতীত তাঁর কোন নবীকে তাঁর নাম সমূহ থেকে দুই নামে একই সাথে যোগ করেন নেই। যখন এ ভাবে নবী করীম (ﷺ)এর বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত তা হলে তিনি কি আমাদের কাছে তাঁর দীনে আমলের বিষয়ে এবং মানুষকে তাঁর অনুসরণ করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহদানে এবং তাঁর শরীয়ত থেকে প্রতিরক্ষার জন্যে ও তাঁর আদেশ এবং নিষেধ সমূহর প্রতি সংরক্ষণে কি রহমত ও স্নেহশীল নন ? হে আল্লাহ ! উম্মতকে হিদায়েত দান কর এবং মুসলিম উম্মতকে তোমার সঠিক দ্বীনের প্রতি চলার তাওফিক দান করো।

যাকাত ,নামায এবং তাওহীদের ব্যাখ্যার প্রমাণে আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (٥) سورة البينة

অর্থঃ"এবং তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্য বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে [13] তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে এবং এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন [14] ।"

[সূরা বাইয়্যিনাহ্- ৫ আয়াত]

রোযার ফরয হওয়ার প্রমাণে আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٨٣) سورة البقرة

অর্থঃ" হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও রোযাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেন তোমরা সংযমশীল হতে পার।"

[সূরা বাকারাহ - ১৮৩ আয়াত]

হজ্জের ফরয হওয়ার প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

---

[13]- অর্থাৎ শিরক থেকে মুখ ফিরে তাওহীদের অভিমুখী হওয়া।

[14]-অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সঠিক অথবা এমন উম্মত যে উম্মত সঠিক ও মধ্যপন্থী।

﴿وَلِلّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩٧) سورة آل عمران

অর্থঃ"এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহের হজ্জ করা সেসব মানুষের উপর অবশ্য বর্তব্য যারা শারিরীক ও আর্থিকভাবে ঐ পথ অতিক্রমে সামর্থ্য এবং যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত।"

[সূরা আল ইমরান ৯৭ আয়াত]

দ্বিতীয় স্তর ঃ

ঈমান

হাদীসে আছে, ঈমানের সত্তর এর ও অধিক শাখা- প্রশাখা রয়েছে। তার সর্বোচ্চ হচ্ছে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"** বলা এবং সর্বনিম্ন হচ্ছে রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা আর লজ্জাশীলতা[15] ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি।

ঈমানের রুকন ৬টি ঃ

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

(২) তাঁর ফিরিশতার প্রতি ঈমান আনা।

---

[15]- এই বর্ণনাটি মুসলিমের এবং বুখারীর বর্ণনায় এই শব্দে উল্লেখ হয়েছে। (الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان) অর্থ" ঈমানের ষাটের ও অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি শাখা।---

(৩) তাঁর কিতাব সমূহের পতি ঈমান আনা।
(৪) তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা ।
(৫) কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা।
(৬) এবং ভাগ্যের ভাল ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

ঈমানের ছয়টি রুকন এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (١٧٧) سورة البقرة

অর্থঃ" তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তন কর তাতে পূণ্য নেই, বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।"

[সূরা বাকারাহ-১৭৭ আয়াত]

তাকদীর বা ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখার প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٤٩) سورة القمر

অর্থঃ" আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।"

[সূরা কামার - ৪৭ আয়াত]

তৃতীয় স্তর ঃ

ইহসান

ইহসানের রুকন শুধু একটি। এবং তা হলো, এমন ভাবে তোমার আল্লাহর ইবাদত করাকে যে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর

তুমি যদি তাঁকে না ও দেখতে পাও তিনি তো তোমাকে দেখতে পচ্ছেন [16]। (এ কথাকে মনে জাগরিত রাখা)

ইহসানের প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ (١٢٨) النحل

অর্থঃ" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"

[সূরা নাহল -১২৮ আয়াত]

আল্লাহ পাকের আরও এরশাদ হলো ঃ

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٢٢٠) سورة الشعراء

অর্থ ঃ" তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী,পরম দয়ালু আল্লাহর উপর। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাযে)। এবং দেখেন সিজদাকারীদের সাথে তোমার উঠা-বসা। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

[সূরা শুআরা ২১৭ - ২২০ আয়াত]

আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

---

[16]- হাদীসের এই অংশটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণনা করেছেন। জিবরিল (عليه السلام) যখন নবী করীম ﷺ কাছে এসে ইসলাম এবং এহসান ও অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। লিখক একটু পরেই হাদীসটি বিস্তারিত উল্লেখ করবেন।

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّـا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ (٦١) سورة يونس

অর্থঃ " আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন ? আর সেই অবস্থাগুলোর অন্তর্গত এটাও যে, তুমি (নবী ﷺ) যে কোন স্থান হতে কুরআন পাট কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর।"

[সূরা ইফনুস -৬১ আয়াত]

হাদীস থেকে আরকানে ঈমানের প্রমাণে জিবরীল (عليه السلام) এর প্রসিদ্ধ হাদীস ঃ

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ((وبينما نحن جلس عند النبي ﷺ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ﷺ رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني

عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها قال: أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالـــة رعـــاء الشاة يتطاولون في البنيان، قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتدرون من السائل ؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.)) أخرجه مسلم

অর্থ ঃ" ওমর ইবনুল খাত্তাব (ﷺ) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেছেন ঃ আমরা এক দিন নবী করীম ﷺ এর নিকটে বসেছিলাম [17] । সহসা এক ব্যক্তি [18] সম্মুখ দিক হতে এসে উপস্থিত হলো। তার পোশাক অত্যন্ত সাদা ও পরিচ্ছন্ন ছিল , মাথার চুল কুচকুচে কাল ছিল এবং তার প্রতি [দূর দেশ হতে] সফর করে আসার কোন চিহ্নও পাওয়া

---

[17]-অর্থাৎ এমন এক মূল্যবান ,সুন্দর ও চমৎকার জামানায় ও সময়ে আমরা নবী করীম (ﷺ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

[18]-অর্থাৎ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে বসে ছিলাম এমন সময় আমাদের কাছে হঠাৎ করে আমাদের ন্যায় এক ব্যাক্তি মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত ও আত্মপ্রকাশ ঘটলো।

গেল না [19]। অথচ আমাদের মধ্যে কেউ এ নবাগতকে চিনতো না । [ফলে তাকে দূর দেশের লোক বলেও মনে করা হলো না] নবী করীম (ﷺ) এর সম্মুখে এসে দু'হাটু বিছিয়ে বসল এবং নিজের দু'হাটু নবী করীম (ﷺ) এ দু'হাটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল ও নিজের দু'হাত নিজের দু'উরুর উপরে রাখলো [20]। অতঃপর সে বলল, হে মুহাম্মাদ (ﷺ) ! আমাকে বলুন **ইসলাম** কাকে বলে ? উত্তরে নবী করীম(ﷺ) বললেন ইসলাম এই যে , (১) তুমি সাক্ষ্য দিবে যে , আলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল [21]। (২) নামায কায়েম করবে [22] (৩) যাকাত

---

[19] -কোন দর্শক যদি উক্ত ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে তা হলে তার প্রতি ছফরের যেমন ধুলা,এলোমেলো ভাব ও ইত্যাতির কোন চিহ্ন খুজে পাবে না যার মাধ্যমে ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে থাকে।

[20] -এটি হলো বসার আদব এবং পরিপূর্ণ বিনয় প্রদর্শন। আল্লাহর কাছে ছাত্রদের এই শিষ্টাচার অন্তরে অনুপ্রবেশের জন্য দু'আ করছি।

[21] অর্থাৎ তুমি এ কথার স্থির স্বীকৃতি প্রদান করবে যে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্যিকার ইলাহ নেই যার ইবাদতের অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতা স্বীকার করে ইবাদত করা যেতে পারে। এবং আরো স্থির স্বীকৃতি প্রদান করবে যে,নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, যিনি আল্লাহর হুকুমকে প্রচার করেছেন এবং উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর তা স্পষ্ট বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

আদায় করবে [23] (৪) রমাজান মাসের রোজ রাখবে [24] এবং (৫) আলাহর ঘরের হজ্জ করার সামর্থ থাকলে হজ্জ পালন করবে [25]।

এবং তিনি কথা ও কাজে পদস্খলিত ও ভুল থেকে নিস্পাপ ও পবিত্র।

[22]-অর্থাৎ নামাযকে তার নির্দিষ্ট সময়ে তার শর্তসমূহের প্রতি যত্ন সহকারে আদায় করবে এবং নামাযের রুকন ও তার জায়েয সমূহ সে ভাবে আদায় করবে যে ভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদায় করতেন, জামাআত সাহকারে হউক অথবা একাকী হউক। তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এবং তোমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত নিয়মিত ও অব্যাহত ভাবে তা আদায় করবে।

[23] - যাকাত বের করবে এবং তা তার ব্যয়ের খাতে রাখবে এবং উক্ত যাকাতকে তার হকদারকে প্রদান করবে যে ভাবে তার শর্তাবলী সহীহ হাদীস সমূহে শরীয়তের বিশেষজ্ঞগণ থেকে বর্ণিত আছে এবং তাতে কোন প্রকার কম ও বেশি করা যাবে না।

[24]-অর্থাৎ রামাজান মাসে ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকা। এবং একই ভাবে গীবত, মিথ্যা এবং পরনিন্দা সহ শরীয়তে নিষিদ্ধ সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাকবে। সাথে সাথে ইবাদতে ও অধিক রাত্রি জাগরণ করবে শরীয়ত যার জীবিতকরণ ও নবায়নের নির্দেশ প্রদান ও উৎসাহ দিয়েছে।

[এই নবাগত প্রশ্নকারী রাসূলুলাহ ﷺ এর এ উত্তর শুনে] বললেন আপনি ঠিকই বলেছেন । এ হাদীসের বর্ণনাকারী ওমর (رضي الله عنه) বলেন ঃ এই নবাগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে ও তাঁর উত্তরকে সত্য ও ঠিক বলে ঘোষণা করতে দেখে আমরা অত্যন্ত আর্যান্বিত হয়ে উঠলাম [26]। অতঃপর সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ এখন বলুন **ঈমান** কাকে

---

[25]- অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট আকৃতি ও অবস্থায় আল্লাহর ঘর কা'বায় তোমার উপস্থিত হওয়ার মনস্থ করা। হজ্জ আদায়ের শর্তসমূহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস থেকে সুবিদিত ও জ্ঞাত।

[26] সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শুনে আর্যান্বিত হওয়ার কারণ হলো যে প্রশ্নকারী ব্যক্তির জিজ্ঞাসিত বিষয়ে জ্ঞান না থাকারই কথা এবং উক্ত বিষয়ে সঠিক বলে সত্যায়ন ও সমর্থন করা তার অবস্থার বিপরীতকে অপরিহার্য করে দেয়। অতঃপর তাদের না জানার এই সৃষ্ট বিস্ময় তাদের জানার মাধ্যমেই দূর হলো হলো যখন তারা জানতে পারলো যে প্রশ্নকারী জিবরীল যিনি তাদের কাছে একজন ছাত্র ও শিক্ষকের আকৃতিতে এসেছেন তাদেরকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্যে। কারণ সাহাবায়ে কিরাম এক মহান চরিত্র ও স্বভাব, মর্যাদা এবং লজ্জার এবং পরিপূর্ণ আদব বা শিষ্টাচারের অধিকারী ছিলেন। কাজেই তাঁদের কেউই যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে জানাতেন না উক্ত বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করার সাহস পেতেন না। যে ব্যক্তি সীরাতশাস্ত্র (জীবনী গ্রন্থ) অধ্যয়ন করবে সে দেখতে পাবে যে বর্তমান যামানার শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষক ও ওলামাদের সাথে তাদের অবস্থা দেখলে লজ্জিত হতে হয়

বলে ? নবী করীম (ﷺ) উত্তরে বললেন ঃ ঈমান হচ্ছে যে, তুমি আল্লাহর,[27] তাঁর ফিরিশতাগণ [28], তাঁর কিতাব সমূহ [29], রাসূলগণ [30]

এবং চিন্তিত ও আফসোস করতে বাধ্য। অথচ তাঁরাই হলেন সমস্ত উম্মতের জন্য শিষ্টাচারে ও পরিপূর্ণতায় অনুকরণীয়।

[27]- অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি এ বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, নিশ্চয়ই তিনি প্রতিটি পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত এবং তিনি সমস্ত ত্রুটি থেকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রাসূলের প্রতি যে কুরআন নাযিল করেছেন উক্ত কিতাবে তিনি নিজেকে (বিভিন্ন নামে) বিশেষিত করেছেন। এবং হাদীসেও আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন গুণাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃএব কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে তাঁর যে সমস্ত গুণাবলি উল্লেখিত হয়েছে তা কোন প্রকার ব্যাখ্যা, অর্থের বিকৃতি এবং তার প্রকাশ্য ও বাহ্যিক অর্থের কোন পরিবর্তন এবং কোন তাহরীফ বা অর্থের অপব্যাখ্যা না করে বিশ্বাস করবে।(আক্বীদা বিষয়ের কিতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেপারবেন)

[28] -ফিরিশতাগণ এমন এক কোমল ও সূক্ষ্ম জ্যোতির আকৃতিময় সৃষ্টি যারা জৈবিক ও পাশবিক কামনা -বাসনার প্রবৃতির নোংরামি ও কর্দমক্ততা থেকে মুক্ত। তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন। তারা কখনও আল্লাহর আদেশের অমান্য করেন না ,আল্লাহ যা আদেশ করেন তা সম্পাদন করে থাকেন।

[29] অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর নবীগণের প্রতি অহীর মাধ্যমে যা নাযিল করেছেন। অবতীর্ণ কিতাবের সংখ্যা একশত চৌদ্দটি। এ বিষয়ে বিস্ত

ও পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে ও [সত্য বলে মেনে নিবে] এবং প্রত্যেক ভাল মন্দ সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারিত (তাকদিরকে) সত্য বলে জানবে । এর পর সে বলল ঃ আমাকে বলে দিন **ইহ্সান** কাকে বলে ? উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন ঃ ইহ্সান বলা হয়, তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে , যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ । আর তুমি যদি তাঁকে নাও দেখতে পাও তিনি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন । সে লোকটি বলল ঃ **কিয়ামত** কবে হবে সে সম্পর্কে আমাকে বলুন । উত্তরে তিনি [রাসূল ﷺ] বললেন ঃ যার নিকট প্রশ্নটি করা হয়েছে সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নকারী অপেক্ষা অধিক কিছু জানেন না [31]। সে বলল ঃ আপনি উহার নিদর্শনসমূহ বলে দিন । তিনি বললেন ঃ (ওর একটি নিদর্শন এই যে) দাসী

ারিত আলোচনা অন্যান্য তথ্যসূত্র আলোচিত বড় কিতাবগুলিতে পাবেন।

[30] রাসূল এমন একজন পুরুষ মানুষ,যার কাছে শরীয়তের অহী করা হয়েছে এবং তার তাবলীগ বা প্রচার করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রতি সালাত ও ছালাম নাযিল করুন। তারা কবীরাহ গুনাহ থেকে মা'সূম বা পবিত্র এবং স্বেচ্ছায় ছোট গুনাহ থেকেও পবিত্র।

[31] অর্থাৎ অমি [রাসূল] এবং অপনি [জিবরিল] কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে এবং এর যুগ ও জামানা সম্পর্কে আমরা উভয়ই সমান, কারণ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি গয়েবের চাবিকাটির সাথে সম্পর্ক যার জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই।

নিজের সম্রাজ্ঞী ও মনিবকে প্রশব করবে [32]। (দ্বিতীয় নিদর্শন হলো যে) তুমি দেখতে পাবে যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় নেই, যারা শূন্যহাত ও ছাগলের রাখাল [33], তারা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছে এবং এ কাজে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দিতা করছে *। ওমর ﷺ বলেন এ সব বলার পর এই নবাগত লোকটি চলে গেল । এর পর আমরা বসে থেকে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করলাম । তার পর নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন," তোমরা এই

---

[32] অর্থাৎ পরিচারিকা ও মনিব বা কত্রীকে প্রশব করবে। এর অর্থ আল্লাহই অধিক অবগত। পরিচারিকা মনিব বা কত্রীকে প্রশব করবে এতে এ কথার কেনায়া বা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে অযোগ্যদের হাতে ক্ষমতা ও কর্তত্ব প্রদান করা হবে। নিচু বংশের লোকেরা বড় লোক হবে এবং তাদের হাতেই ক্ষমতা ও সমাধানের চাবিকাটি থাকবে। এ বিষয়ে আল্লাই ভাল জানেন।

[33]-অর্থাৎ তুমি এমনও দেখতে পাবে যে যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় নেই, ফকির, ছাগলের রাখাল তারা পারস্পরিক সুউচ্চ বিল্ডিং নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে এবং তার সৌন্দর্য ও উৎকর্সতায় একে অপরের মধ্যে গর্ব করবে। এর অর্থ হলো ঃ যারা মরুবাসী ও গ্রামের লোক দরিদ্র ও অভাবি তারা দুনিয়ায় প্রাচুর্যের অধিকারী হবে এবং তারা দেশ শাসন করবে এবং সুউচ্চ প্রসাদ নির্মাণ করবে এবং উক্ত বিষয়ে মানুষের সাথে অহংকার করবে। এটিও মর্যাদাবান, সম্মনিত ব্যক্তিদের উপর নিম্নতর ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রাধান্য লাভ করার ইঙ্গিত বহন করে।

প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ছিল, তা কি তোমরা জান ? আমরা বললাম, আলাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন । নবী করীম (ﷺ) বললেন ঃ এনি ছিলেন জিবরিল । তিনি তোমাদেরকে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের এই মজলিসে এসেছিলেন [34] ।"[মুসলিম]

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

এ হাদীসটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস যা হাদীসে জিবরিল নামে খ্যাত। আলোচ্য হাদীসে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ নম্বর হলো কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্কীকরণ যে, তার নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। পঞ্চম নম্বর কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত বিশেষ নিদর্শন সমূহ। কিয়ামত কবে হবে এর উত্তরে নবী করীম (ﷺ) জিবরিলকে বললেন, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা এ সম্পর্কে অধিক কিছু জানেন না।

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (ﷺ) দু'টি বিশেষ নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। **এক** হলো যে দাসী তার নিজের মনিব বা মনিবাকে প্রসব করবে। **দুই** হলো যে নিস্ব, ভুখা, নাঙ্গা, ছাগলের রাখালী করাই যাদের কাজ তারা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করবে। প্রথম নিদর্শনের ব্যাখ্যায় হাদীসশাস্ত্র পারদর্শিগণ কয়েকভাবেই করেছেন। তন্মধ্যে এ অর্থটি অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হলে পিতামাতার নাফরমানী ব্যাপক আকার ধারন করবে। এমন কি মেয়েরা --- শুধূ মাদেরই সঙ্গে নাফরমানী করতে শুরু করবে না; বরং তারা মায়ের সঙ্গে ঠিক তেমনি ব্যবহার করবে যেমন সম্রাজ্ঞী

তার চাকরানী ও দাসীদের সাথে এবং মনিব তার চাকর - গোলামের সাথে ব্যবহার করে থাকে। এ জন্যই নবী করীম (ﷺ) বলেছেন " দাসী তার সম্রাজ্ঞীকে প্রসব করবে" অর্থাৎ নারীর গর্ভে যে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হবে, সে বড় হয়ে তার সেই মায়ের উপরেই নিজের হুকুমত ও কর্তৃত্ব চালাবে এবং তার সাথে চাকরের ন্যায় ব্যবহার করবে।

দ্বিতীয় নিদর্শন হলো নিস্ব, ভুখা, নাঙ্গা ও রাখালরা উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করবে।" অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী সময়ে পার্থিব ধন সম্পদ, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের হস্তগত হবে, যারা প্রকৃত পক্ষে উহার যোগ্য নয়। তারা কেবল উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের দিকে বাহ্যিক বড়ত্ব ও চাকচিক্য প্রকাশের দিকে মনোনিবেশ করবে। এবং তাতেই উন্নতি নিহিত বলে ধারণা করবে। ফলে এ ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা চলবে। --নিম্ন শ্রেণীর অযোগ্য লোকদের হাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য চলে গেলে মানব সমাজের বিপর্যায় অনিবার্য। নীচু স্বভাব হীন প্রকৃতি ও মুর্খ লোকদের মনে ধন মাল আয়ত্ত করার চিন্তা ছাড়া আর কিছুই জাগতে পারে না। সকল সময় এ শ্রেণীর লোক নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকেই বড় করে দেখে থাকে। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের পথে জাতীয় স্বার্থ ও মার্যাদা প্রতিবন্ধক হলে জাতীয় স্বার্থকেই তারা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে একবিন্দু ক্ষুন্ন হতে দিবে না। এর অনিবার্য ফলে জনগনের অধিকার বিনষ্ট হতে ও তাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা জাগ্রত হতে শুরু করে। দ্বীনের শিক্ষা প্রচারিত ও কার্যকর না থাকার ফলে দ্বীনের প্রভাব

الأصل الثالث

তৃতীয় মূলনীতি

তোমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে জানা ঃ

মুহাম্মদ (ﷺ) এর বংশ পরিচয় ঃ

তাঁর নাম মুহাম্মদ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ,তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর পিতা হাশেম [35] এবং হাশেম কুরাইশ বংশ উদ্ভূত,

---

দিনের শেষে সূর্যরশ্মির ন্যায় ম্লান ও ক্ষীণ হয়ে আসবে। মূর্খতা ও বর্বরতার অন্ধকার সমগ্র জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে দ্বীন ও দুনিয়া সবই নষ্ট হয়। দুনিয়ার অবস্থা যখন এরূপ হবে, বুঝতে হবে যে দুনিয়ার চূড়ান্ত ধ্বংস কিয়ামত খুবই -নিকটবর্তী। অনুবাদক

[34] - হাদীসটি ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

[35] গ্রন্থকার (রাহেমাহুল্লাহ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বংশ পরিচয়ে শুধু দু'পিতামহের নাম উল্লেখ করেছেন। তোমার কাছে তাঁর নসব বা বংশ পরিচয়ের ধারবাহিকতার তালিকা উল্লেখ করা হলো। আমার পিতা মাতা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হউক। আল্লাহ তাঁর প্রতি দরূদ ও ছালাম নাযিল করুন। (তাঁর বিস্তারিত বংশ পরিচয় নিম্নরূপ) ঃ **মুহাম্মাদ** ইবনে **আব্দুল্লাহ**, ইবনে **অব্দুল মুত্তালিব** ইবনে **হাশেম** ইবনে **আবদ মানাফ** ইবনে **কুসাই** ইবনে **কেলাব** ইবনে **মুররা** ইবনে **কা'ব** ইবনে **লুয়াই** ইবনে **গালিব** ইবনে **ফাহার** ইবনে **মালিক** ইবনে **আন নযর** ইবনে **কেনানা** ইবনে **খোযায়মা** ইবনে **মুদরিকাহ** ইবনে **ইলয়াস** ইবনে **মোজার** ইবনে **নাযার** ইবনে **মাআদ** ইবনে **আদনান**।

কুরাইশ আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আরবরা হলো ইবরাহীম বিন ইসমাঈল খলিল এর বংশধর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি এবং আমাদের প্রিয় নবীর প্রতি উত্তম সালাত ও ছালাম নাযিল করুন।

নবী করীম (ﷺ) তিনি তেষট্রি বছর জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে চল্লিশ বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে এবং তেইশ বছর রিসালাত ও নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জীবিত ছিলেন। { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَــقَ } এই সূরাটি নাযিলের মাধ্যমে নবী এবং { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ } নাযিলের মাধ্যমে রাসূল হিসেবে নিযুক্ত ও সম্মানিত হন। তিনি মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন,আল্লাহ পাক তাঁকে শিরক থেকে সতর্কীকরণ এবং তাওহীদ বা একত্ববাদের দিকে আহবানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّــرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْــبِرْ﴾ (٧) ســـورة المدثر

অর্থঃ" হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর, এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান কর না। এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যাধারণ কর।"

[সূরা মদ্দিাস্সির ১ - ৭ আয়াত]

আয়াতের শাব্দিক ব্যাখ্যা ঃ

(قُمْ فَأَنـــذِرْ) উঠ,"সতর্কবাণী প্রচার কর" এর মাধ্যমে তাঁকে শিরক থেকে শতর্ক এবং তাওহীদের দিকে আহবান করতে বলা হয়েছে। (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) "এবং তোমর প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর" এর মাধ্যমে তাওহীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা প্রতিফলিত হয়েছে। (وَثِيَابَكَ فَطَهِّـــرْ) "তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ" অর্থাৎ তোমর আমল সমূহকে শিরক থেকে পবিত্র রাখ। (وَالرُّجْزَ فَـــاهْجُرْ) " অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।" অপবিত্রতার অর্থ হলো মূর্তিপূজা, দূরে থাকো অর্থ হলো মূর্তিপূজা এবং মূর্তিপুজকদের পরিত্যাগ কর এবং মূর্তিপুজা এবং এর অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দশ বছর পর্যন্ত তিনি তাওহীদের দিকে (মানুষকে) আহবান করেন এবং দশ বছর পর তাঁকে মি'রাজের উদ্দেশ্যে আকাশে অরোহণ করানো হয় এবং তাঁর প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। তিনি মক্কায় তিন বছর নামায আদায় করেন,এরপর মদীনায় হিজরতের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। হিজরতের অর্থ হলো শিরকের দেশ থেকে ইসলামী দেশে স্থানান্তরিত হওয়াকে। এই মুসলিম উম্মতের প্রতি মুশরিকদের দেশ থেকে ইসলামী দেশে হিজরত করা ফরয এবং [প্রয়োজনে] তা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে [36]। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

---

[36]- দেখুন আন্ নওয়াবীর "চল্লিশ হাদীসের" ব্যাখ্যায়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তিনি হিজরতকে আট ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (٩٨) فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾(٩٩) سورة النساء

অর্থ ঃ" নিশ্চয়ই যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল, ফিরিশতা তাদের প্রাণ হরণ করে বলবে ঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা বলবে ঃ আমরা দুনিয়ায় অসহায় অবস্থায় ছিলাম; তারা বলবে আল্লাহ পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তন্মধ্যে তোমরা হিজরত করতে ? অতঃএব ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান, নারী এবং শিশুগণের মধ্যে অসহায়বশত ঃ যারা কোন উপায় করতে পারে না অথবা কোন পথ প্রাপ্ত হয় না। ফলত ঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ মার্যনাকারী,ক্ষমাশীল।"

[সূরা আন নিসা ৯৭ - ৯৯ আয়াত]

আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) العنكبوت

অর্থঃ" হে আমার মুমিন বান্দারা ! আমার পৃথিবী প্রশস্থ; সুতরাং তোমার আমারই ইবাদত কর।"

উক্ত বিষয়ে সুন্দর ভাবে দীর্ঘ অলোচনা করেছেন। আপনার অবশ্যই তা পাঠ করা প্রয়োজন।

[সূরা আনকাবূত ৫৬ আয়াত]

মুফাস্‌সির আল বাগাবী রাহেমাহুল্লাহ বলেন ঃ

এ আয়াতটি সেই সমস্ত মুসলমানের উদ্দেশ্যে নাযিল হয় যারা হিজরত না করে মক্কায় অবস্থান করেন। আয়াতে আল্লাহ পাক তাদেরকে ঈমানদার বলে উল্লেখ করেছেন।

***হাদীস থেকে হিজরত করার প্রমাণ ঃ**

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

((لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّمْسُ مِن مَّغْرِبِهَا))

অর্থঃ" তাওবার দরওয়াজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত করা সমাপ্ত হবে না এবং পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তাওবার দরওজাও বন্ধ হবে না।" [37]

---

[37] - হাদীসটি মানাবী তার " কুনূযুল হাকায়েক" নামক কিতাবে ইবনে আছাকের পর্যন্ত নিম্নের শব্দে সনদ উল্লেখ করেছেন।(لا تنقطع الهجرة ما د ا م العــدو يقاتــل) অর্থ "যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রু লড়াই করবে ততক্ষণ পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না।" এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের স্বীয় মুসনাদে নিম্নের শব্দে সনদ উল্লেখ করেছেন। (لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفــار) অর্থ" যতদিন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে লড়াই চলবে ততদিন পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না।" অর্থাৎ তাদের স্বর ও কণ্ঠ তীব্র হবে এবং তাদের আন্দোলন শক্তিশালী হবে।

নবী করীম (ﷺ) হিজরত করে মদীনায় স্থায়ীহওয়ার পর ইসলামের অবশিষ্ট বিধান পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। যেমন ঃ যাকাত, রোযা , হজ্জ, আযান, জিহাদ, সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ সহ ইসলামের অন্যান্য বিধানসমূহ। তিনি এই অবস্থায় দশ বছর অতিবাহিত করেন। এবং এর পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি নাযিল হউক । তাঁর মৃত্যুর পর আজও তাঁর দ্বীন বাকি ও স্থায়ী আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। আমরা যে ধর্ম পালন করছি এটিই হলো তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীন। তিনি মুসলিম উম্মাতকে যাবতীয় সৎকর্ম সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং সমস্ত মন্দ ও ক্ষতিকারক কাজ থেকে সাবধান করেছেন। সর্বোত্তম কল্যাণের প্রতি তিনি যে নির্দেশ করেছেন তা হলো তাওহীদ এবং যে সমস্ত কাজ করাকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। এবং যে মন্দ থেকে সাবধান করেছেন তা হলো শিরক এবং যে সমস্ত কাজকে আল্লাহ অপছন্দ ও ঘৃণা করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করাকে সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের প্রতি ফরয বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١٥٨) الأعراف

অর্থঃ "(হে মুহাম্মাদ ﷺ !) তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ হে মানব মন্ডলী ! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।"

[সূরা আ'রাফ ১৫৮ আয়াত]

আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রেরণ করার মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ (٣) سورة المائدة

অর্থঃ " আজকের দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন মনোনীত করলাম [38] ।"

---

[38] আয়াতে "আজকের দিনে" বলতে উদ্দেশ্য হলো জুম্আর দিন। উক্ত জুমআর দিনটি বিদায় হজ্জের আরাফার দিন আসর এর পর ছিল। এভাবেই সহীহ হাদীসে ওমর ইবনুল কাত্তাব (رضي الله عنه) এর হাদীসে থেকে প্রমাণিত। এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা অবহিত করেছেন যে, আজকের এই মহান বরকতময় দিনে ইসলামকে পূর্ণতা দান করা হলো যে দ্বীন খাতামুল মুরসালীন (মুহাম্মদ ﷺ) নিয়ে এসেছেন। এ দ্বীন পরিপূর্ণ,অমুখাপেক্ষী এবং অন্যান্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী ও প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে । ইসলামের বিধানগুলি পরিপূর্ণতা ও উৎকর্ষতার ফলে মুসলমানগণ হালাল, হারাম, সাদৃশ্যপূর্ণ বা একই রকম, ফরজ ও সুন্নাত এবং দন্ড ও সাজার বিষয়ে ও অন্যান্য নির্দেশাবলির তার

[সূরা আল মায়েদাহ ৩ আয়াত]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দুনিয়া থেকে মৃত্যুর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ (٣١) الزمر

অর্থঃ"(হে রাসূল!) তুমি তো মরণশীল এবং তারাও (অন্যান্য রাসূলগণও) মরণশীল। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাক বিতন্ডা করবে।"

[সূরা যুমার ৩০- ৩১ আয়াত]

মানুষ যখন মারা যাবে (হাশরের মাঠে তাদের শাস্তি ও শান্তির জন্য) তখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (٥٥) طـــه

মুক্ষাপেক্ষী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ **تركتكم على مثل البيضـــاء ليلها ونهارهـــا ســـواء** অর্থ" আমি তোমাদেরকে উজ্বলতম শরীয়তের প্রতি প্রতিষ্ঠিত রেখে যাচ্ছি যার রাতও দিনের মতই উজ্বল।"

হাদীসে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, দ্বীনের মধ্যে যা কিছুই নতুন আবিস্কার হবে তা বিদআত ও গোমরাহী যে বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কোন অনুমোদন নেই। এবং যে ব্যক্তি ইসলামে বিদআত যুক্তকারী সে নিজে বিভ্রান্ত এবং অন্যকেও গোমরাহকারী। দ্বীন ইসলামে বিদআত কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি অতিরিক্ততা। হে আল্লাহ ! তুমি তোমার বান্দাহকে নির্ভেজাল ও সরল সোজা পথ পরিদর্শন কর।

অর্থঃ"আমি মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো এবং তা হতে পুনর্বার বের করবো।"

[সূরা ত্বাহা- ৫৫ আয়াত]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ (١٨) سورة نوح

অর্থঃ"আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা হতে, অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।"

[সূরা নূহ ১৮ আয়াত]

পুনরুত্থিত করার পর মানুষের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা হবে এবং তাদের (ভাল ও মন্দ) আমাল অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ (٣١) سورة النجم

অর্থঃ" আকাশমন্ডলী ও প্রথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে দেন তিনি মন্দ প্রতিফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।"

[সূরা নজম -৩১ আয়াত]

যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফির। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ﴾ (٧) سورة التغابن

অর্থঃ"কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই প্রনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর প্রতি অতি সহজ।"

[সূরা তাগাবুন ৭ আয়াত]

আল্লাহ পাক রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী করে পাঠিয়েছেন। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْــدَ الرُّسُــلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (١٦٥) سورة النساء

অর্থঃ" আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে (সতর্ককারীরূপে) রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন বিরোধ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত ,মহাজ্ঞানী।" [সূরা নিসা ১৬৫ আয়াত]

রাসূলগণের মধ্যে প্রথম হলেন নূহ (عليه السلام) আর তাদের সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তিনি হলেন নবীগণের সমাপ্তকারী (তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না)

তাদের প্রথম রাসূল হলেন নূহ (عليه السلام) এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ﴾ (١٦٣) النساء

অর্থঃ"(হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেরূপ আমি নূহ (عليه السلام) ও তৎপরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম [39]।"

---

[39] - আয়াত এ কথা নির্দেশ করেনা যে প্রথম রাসূল হলেন নূহ (عليه السلام) বরং যে কথার প্রমাণ করে তা হলো আল্লাহ তাঁর নাম বা স্মরণ মহিমান্বিত হউক তিনি এ কথা অবহিত করেছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কাছে অহী করেছেন যেভাবে নূহ (عليه السلام) এবং তাঁর পরেও অন্যান্য নবীগণের কাছেও অহী করেছেন। যেমন ইবরাহীম ও ইসমাঈল এবং আয়াতের শেষ পর্যন্ত । আল্লাহ পাক এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে জানিয়েছেন যে, তিনি কুরআনে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) কে অনেক রাসূলের কথা বর্ণনা করেছেন এবং অনেক রাসূলের কথা বর্ণনা করেন নেই। ইবনে মারদুওয়াহ থেকে বর্ণিত তিনি আবুযার (رضي الله عنه) থেকে, যে বর্ণনা করেছেন ,তিনি বলেন যে, আমি প্রশ্ন করলাম "হে আল্লাহর রাসূল ! নবীগণের সংখ্যা কত ? উত্তরে তিনি বললেন তাদের সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ হাজার । আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! তাদের মধ্যে রাসূলের সংখ্যা কত ? তিনি উত্তরে বললেন তিন শত তিন ও আরও বিপুল সংখ্যক। আমি (আবারও) প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহর রাসূল ! তাদের মধ্যে প্রথম কে ? উত্তরে বললেন আদম (عليه السلام)। আবার প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি নবী ও রাসূল ? উত্তরে বললেন হাঁ, আল্লাহ পাক তাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। হাদীসটি ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। এবং একই ভাবে

[সূরা আন নিসা -১৬৩ আয়াত]

আল্লাহ পাক নূহ (عليه السلام) থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ) পর্যন্ত প্রত্যেক উম্মতের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা তাদের উম্মতকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার হুকুম দিতেন এবং তাদের উম্মতকে তাগুতের ইবাদত করা থেকে নিষেধ করতেন। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ (٣٦) سورة النحل

অর্থঃ" আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।"

[সূরা নাহাল ৩৬ আয়াত]

আল্লাহ পাক সমস্ত আদম সন্তানের উপর যে জিনিসটি ফরয করে দিয়েছেন, তাহলো তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

ইবনুল কাইয়েম (রাহেমাহুল্লাহ) তাগুতের তা'রিফে বলেছেন ঃ

তাগুত এর অর্থ হলো ঃ বান্দাহ তার (ইবাদতে নির্ভেজাল ভাবে আল্লাহর ইবাদতে) সীমালঙ্ঘন করাকে বলা হয়। এবং এই সীমালঙ্ঘন (আল্লাহ ছাড়া) যার ইবাদত করা হয় এমন ব্যক্তি হতে পারে অথবা (যার বিষয়ে অনুস্বরণ করা হয় যাতে আল্লাহর --হয়)

হাফেজ আবু হাতেম আল বাছতী স্বীয় গ্রন্থ "আল আনওয়া ও আত তাকাছীম" এ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

অনুসৃত ব্যক্তিও হতে পারে কিংবা যার অনুগত্য করা হয় এমন মান্যবর (যার অনুস্বরণ করা হয় তার হালাল ও হারাম এর বিষয়ে এ ভাবে যে আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী) ব্যক্তিও হতে পারে।

প্রধান পাঁচটি তাগুত ,

তাগুত অনেক রয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটি প্রধান হচ্ছে পাঁচটি।

১. ইবলীস শয়তান, আল্লাহ তার প্রতি লা'নত করুন

২.আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয় এবং উক্ত উপাস্য ঐ ইবাদতে সন্তুষ্ট।

৩.যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার নিজের ইবাদত করার জন্য মানুষকে আহবান করে।

৪.যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে এলমে গায়েবের (গুপ্ত জ্ঞানের) দাবী করে।

৫.যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করে।

* তাগুতকে অস্বীকার এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালার এরশাদ ঃ

﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّـهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ﴾ (٢٥٦) سورة البقرة

অর্থঃ"ধর্ম সম্বন্ধে বল প্রয়োগ নেই; নিশ্চয়ই ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে; অতঃএব, যে ব্যক্তি শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়িয়ে

ধরলো যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়। এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। ”

[সূরা বাকারাহ ২৫৬ আয়াত]

আর এটিই হচ্ছে “ **লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহ** ” এর শাব্দিক অর্থ ও তাৎপর্য।

হাদীস থেকে এর প্রমাণ ঃ

(رَأْسُ الْأَمْرِ اَلْإِسْلَامُ؛ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ؛ وَذِرْوَةُ سَنَامِه الْجِهَادُ فَيْ سَبِيْلِ اللهِ)

অর্থঃ“ কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং যার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ বা সংগ্রাম করা [40]।”

---

[40]- হাদীসটি ইমাম তাবারানী আল কাবীরে বর্ণনা করেছেন এবং সুউতী আল জামেউস সাগীরে নিম্নের শব্দে উল্লেখ করেছেন ঃ

(رأس هذا الأمر الإسلام ومن أسلم سلم ، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ، لا يناله إلا أفضلهم)

অর্থঃ“ এই কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল সে রক্ষা পেল, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং যার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ বা সংগ্রাম করা, উক্ত চূড়া তাদের উত্তমরাই লাভ করতে পারবে।” তিনি হাদীসটি সহীহ বলে নির্দেশ করেছেন। আল মানাবী হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে হাদীসটি হাসান বা উত্তম। হাদীসটির মর্মার্থ হলো যে, কর্মের মূল যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হলো ইসলাম এবং যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে অর্থাৎ কালিমা তাইয়্যেবার সাক্ষ্য প্রদান করবে সে দুনিয়ায় তার রক্ত প্রবাহিত করা থেকে রক্ষা পাবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভ করে আল্লাহর নি’য়ামত সমূহ উপভোগ করতে পারবে। ইসলামের খুটি

হচ্ছে নামায যার উপরে সে দাড়াবে, কারণ নামাযের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের আলামত ও নিদর্শন দন্ডায়মান হয়ে থাকে যেমন অনুভবযোগ্য খুঁটিই ঘরকে দাঁড় করিয়ে রাখে। " তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে" অর্থাৎ ইসলামের সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠতর বস্তু হচ্ছে জিহাদ আর জিহাদই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত কারণ জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম আত্মপ্রকাশ লাভ করে থাকে এবং এর দ্বারাই ইসলাম নিয়ে যারা খেল তামাশা করে তাদের থেকে ইসলামকে রক্ষা করে। এ কারণেই সেই মর্যাদা তাদের মধ্যে যারা দ্বীনদার তারা ব্যতীত কেউ অর্জন করতে পারে না এবং তাদের মধ্যে যারা পদক্ষেপগ্রহণের দিক থেকে বিক্রম এবং তাদের মধ্যে ধৈর্যের দিক থেকে দৃঢ় ও অটল এবং তাদের মধ্যে যারা ঈমানের দিক থেকে শক্তিশালি এবং বিশ্বাসের দিক থেকে অতি নিকটতম এবং আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে যারা ইস্পাতের ন্যায় শক্ত তারাই উক্ত মর্যাদা অর্জন করতে পারবে। কাজেই এ দিক থেকে জিহাদ হলো সর্বোচ্চ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যদিও অন্য আমল অন্য কোন দিক থেকে উচ্চতর ও উন্নত। কিন্তু এমনটি আমরা যে চৌদ্দ শতাব্দীতে অবস্থান করছি তা অনুপস্থিত। এমন এক সময় যাচ্ছে যে সময় জিহাদের সমস্ত প্রকার ও উপায় উপকরণ পরিত্যাগ করা হয়েছে। এবং এ কারণেই আমাদের প্রতি শত্রুরা সব দিক থেকে বিজয়ী হয়েছে। তাই আজ আমরা সাহায্যের আবেদন করছি কোন সাহায্য পাচ্ছি না,আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি কোন সাহায্য পাচ্ছি না এবং আমরা আমাদের আমলের দ্বারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করছি কোন সুপারিশ গ্রহণ

আল্লাহই সর্বাধিক অবহিত। (এর মাধ্যমেই তিনটি মূলনীতির আলোচনা শেষ হলো এবং এর পরবর্তীতে নামাযের শর্ত সমূহের প্রতি আলোচনা আসবে। নামযের মোট শর্ত ৯টি।)

করা হচ্ছে না, দু'আ করছি ,দু'আ কবূল হচ্ছে না। আমরা কতদিন পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবো ? এবং কতদিন পর্যন্ত গাফেলতি ও অবহেলার মধ্যে থাকবো ? এবং আমরা কতদিন পর্যন্ত দ্বীন থেকে দূরে থাকবো এবং হীন দুনিয়ার প্রতি মনোযোগি থাকবো ? আমরা আর কতদিন পর্যন্ত আমাদের হানীফ বা সঠিক দ্বীন যা নিয়ে এসেছে তার প্রতি আমল করা থেকে মুখ ফিরে থাকবো এবং তিরস্কৃত বিদআত ও গুনাহর প্রতি ঝুঁকে পড়ে থাকবো ? আমাদের জন্য কি পরিশেষে সজাগ ও হুঁশিয়ার হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ নয় যে পশ্চিমা জগতে মুসলমানদের সাথে কিভাবে বর্বরত এবং তারাবূলসে চোখ ঝলসানো ব্যবহার দেখেও কি আমরা মুসলমানরা সজাগ হবো না ? হে আল্লাহ ! আমরা যেন তোমার শুকরিয় আদায় করতে পারি এবং তোমার কুফুরি যেন না করি। হে আল্লাহ ! আমাদের মূর্খদের কর্মের জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিও না, হে উত্তম দয়ালু !

شروط الصلاة

নামাযের শর্তসমূহ

নামাযের শর্তাবলী ঃ মোট ৯টি শর্ত ঃ

(১) ইসলাম-মুসলমান হওয়া (২) বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া (৩) ভাল-মন্দ যাছাই করার জ্ঞান (৪) ওযু করা (৫) নাজাসাত বা অপরিচ্ছন্নতা দূর করা। (৬) লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা (৭) নামাযের ওয়াক্ত হাজির হওয়া (৮) কিবলা মুখী হওয়া (৯) (অন্তরে) নিয়্যত করা।

প্রথম শর্ত ঃ

ইসলাম এবং ইসলামের বিপরীত হলো কুফরি বা অবিশ্বাস। এবং কাফেরের আমল পরিত্যাজ্য সে যে কোন আমল করুক না কেন তার কোন আমলই গ্রহণ হবে না। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (١٧) سورة التوبة

অর্থঃ"মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"

[সূরা তাওবাহ -১৭ আয়াত]

আল্লাহ তা'য়ালা আরও এরশাদ করেন ঃ

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (٢٣) الفرقان

অর্থঃ"এবং আমি তোমাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত করবো।"

[সূরা ফুরকান - ২৩ আয়াত]

দ্বিতীয় শর্ত ঃ আকল বা বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া এবং এর বিপরীত হলো পাগলামি বা উন্মত্ততা। পাগল তার জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তার উপর কোন গুনাহ লেখা হয় না। এর প্রমাণে হাদীস ঃ

((رُفِعَ الْكَلَامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقَظَ وَالْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ وَالصَّغِيْرِ حَتَّى يَبْلُغَ))

অর্থঃ" তিন ব্যক্তির গুনাহ লেখা হয় না। ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জাগবে এবং পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান তার ফিরে না আসবে আর ছোট শিশু যতক্ষণ না সাবালক হয়েছে।" [41]

তৃতীয় শর্ত ঃ ভাল-মন্দ যাছাই করার জ্ঞান, এর বিপরীত হলো ছোট ও বাল্যকাল আর বাল্যকালের সময় সীমা হলো সাত বছর,এর পর নামায পড়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন ঃ

((مُرُوْا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ))

---

[41]-হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রাহেমাহুল্লাহ) স্বীয় মুসনাদে এবং আবূদাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহও বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকীম তাঁর মুসতাদরাকে প্রায় একই শব্দে প্রথম খন্ডে ২৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এবং মন্তব্য করেছেন যে এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ তবে তারা উভয়ই তাদের কিতাবে উল্লেখ করেন নেই। আল হাফেজ যাহাবী ইমাম হাকেমের মন্তব্যকে সঠিক বলেছেন। -----

অর্থঃ“ তোমরা তোমাদের

42

চতুর্থ শর্ত ঃ নাজাসাত বা অপবিত্রতা দূর করা , যা ওযু করা নামে পরিচিত। অপবিত্রতা ওযুকে অপরিহার্য করে দেয়।

ওযুর শর্ত ১০ টি ঃ

(১) ইসলাম-মুসলমান হওয়া, (২) বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া, (৩) ভাল-মন্দ যাছাই করার জ্ঞান (৪) (অন্তরে) নিয়্যত করা, (৫) ওযু শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়্যতকে বজায় রাখ, (৬) ওযু ওয়াজিব করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা, (৭) ওযুর পূর্বে ইস্তেনজা বা ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা, (৮)পানির পবিত্রতা এবং তা ব্যবহারের অনুমতি ও বৈধতা থাকা, (৯) চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে এমন বস্তুকে দূর করা, (১০) যে ব্যক্তির সর্বদা ওযু ভঙ্গ হয় ,তার ফরয নামাযের জন্য নামাযের সময় উস্থিত হওয়া।

ওযুর ফরয ৬টি ঃ

(১) (পূর্ণ) চেহারা ধৌত করা , কুল্লি করা ও নাকের মধ্যে পানি দিয়ে ঝারা এরই অন্তর্ভুক্ত। মুখমন্ডলের সীমা, দৈর্ঘে হলো মাথার

---

[42] -হাদীসটি ইমাম হাকীম এর প্রথম খন্ড ,পৃষ্ঠা ২৫৮ কাছাকাছি শব্দেই উল্লেখ করেছেন। এবং ইমাম যাহাবী সহীহ বলে স্বীকার করেছেন। ইমাম আহমাদ মুসনাদে এবং আবূদাউদ স্বীয় সুনানে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

চুলের উৎপাদনস্থল হতে চিবুক ও থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্থে উভয় কানের লতি পর্যন্ত (২) উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, (৩) সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা এবং উভয় কান মাথা মাসহের অন্তর্ভুক্ত, (৪) গ্রন্থি (পায়ের গোড়ালির উপরিস্থিত পায়ের গিঁঠ) সহ উভয় পা ধৌত করা, (৫) ক্রমানুসার ও বজায় রাখা, (৬) ধারাবাহিকতা ও চলমানতা বজায় রাখা।

ওযুর ফরয সমূহের প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَـى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (٦) سورة المائدة

অর্থঃ" হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও তখন (নামাযের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মসেহ কর এবং পা গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। "

[সূরা মায়েদাহ- ৬ আয়াত]

ক্রমানুসার বজায় রাখার প্রমাণে হাদীস। (اِبْدَأُوْا بِمَا بَدَأَاللَّهُ بِـــهِ) অর্থ "তোমরা সে ভাবে আরম্ভ কর যার দ্বারা আল্লাহ আরম্ভ করেছেন"[43]

চলমানতার [44] প্রমাণ ঃ

---

[43]-নাসয়ী স্বীয় সুনানুল কাবিরে হাদীসটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। এবং ইবনে হাযেম মুহাল্লায় হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। দারকুতনীতে কয়েক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (أبدأ) শব্দে বর্ণনা এবং আহমাদ ও অন্যরা (نبدأ) শব্দ দ্বরা উল্লেখ করেছেন।

(أن النبي ﷺ رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصـــها المـــاء فـــأمره بالإعادة)

অর্থঃ" নবী করীম (ﷺ) এক ব্যক্তিকে তার ওযু করার পর, তার পায়ে এক দিরহাম পরিমাণ চকচকে শুষ্ক জায়গা দেখতে পেলেন যে স্থানে পানি পৌছে নেই এর কারণে তাকে নতুন করে পুনরায় ওযু করার নির্দেশ প্রদান করলেন।[45]

ওযুর ওয়াজিব ঃ

---

[44]-মাঝে কোন প্রকার অবকাশ ছাড়া পর্যায়ক্রমে ও ধারাবাহিক ভাবে করা।

[45] হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী সালেমের হাদীস থেকে তিনি ইবনে ওমর এবং তিনি আবূ বাকার ও ওমর (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয় বলেন ,

(جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدميه مثل ظهرإبهامه فقال له النبي ﷺ ((ارجع فأتم وضوءك ففعل))

অর্থঃ"এক ব্যাক্তি ওযু করে উপস্থিত হলো তার দুপায়ের উপরিভাগে তার বৃদ্ধাঙ্গুলির পরিমাণ পানি পৌছে নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত ব্যক্তিকে বললেন ঃ"ফিরে যাও এবং ওযু পূর্ণ করে এসো লোকটি তাই করল।"

স্মরণ থাকলে ওজুর শুরুতে " **বিছমিল্লাহ** " বলা [46]। (তবে ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে ওযুর কোন ক্ষতি হবে না)

ওযু বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ ৮ টি ঃ

(১) পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে।

(২) শরীর থেকে খারাপ ময়লা পদার্থ বের হলে।

(৩) (ঘুম অথবা অন্য কোন কারণে) জ্ঞানশুন্য হওয়া।

(৪) স্ত্রীকে শাহওয়াত বা কামনার আকাঙ্খা নিয়ে স্পর্শ করা।

(৫) (কোন আবরণ ছাড়া) সামনে অথবা পিছনের দিক থেকে লজ্জাস্থানে হাত স্পর্শ করা।

(৬) উটের মাংস খাওয়া।

(৭) মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দেয়া।

---

[46]- ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার দলীল হলো আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) এর হাদীস, তিনি নবী করীম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ﷺ) এরশাদ করেন ঃ (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يـذكر اسـم الله عليـه) অর্থঃ "যে ব্যক্তি ওযু করবে না তার নামায কবূল হবে না এবং যে ব্যক্তি ওযুতে বিসমিল্লাহ বলবে না তার ওযু সহীহ হবে না।" হদীসটি ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হাসান, এধরণের হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করা জায়েয। এ হুকুমটি হলো যখন স্বরণ থাকা অবস্থায় তবে যদি কেউ ভুলে যায় তা হলে ওযুকারী ব্যক্তির উপর কোন অসুবিধা হবে না। কারণ এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসের মধ্যে সমন্নয়ের জন্য।

(৮) ইসলাম থেকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে এ থেকে রক্ষা করুন।

পঞ্চম শর্ত ঃ শরীর, কাপড় এবং নামাযের স্থান থেকে নাজাসাত - অপরিচ্ছন্নতা দূর করা। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) অর্থ" তোমার পরিচ্ছদ পরিষ্কার কর " [সূরা মুদ্দাসির - ৪ আয়াত]

ষষ্ট শর্ত ঃ লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা , আহলে ইলমের এ বিষয়ে ইজমা' যে, যে ব্যক্তির কাপড় পরিধান করার শক্তি থাকার পরেও বিবস্ত্র হয়ে নামায পড়বে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। পুরুষের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার সীমা হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত। এবং একই ভাবে ক্রীতদাসীদেরও হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত ঢেকে রাখার সীমা। আর স্বাধীনা মহিলার মুখমন্ডল ছাড়া তার সমস্ত শরীরই আওরত [47]। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

---

[47]- এটি হলো ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অভিমত। তিনি দলীলুল তালিব গ্রন্থে এর ব্যখ্যায় বলেছেন ঃ "স্বাধীনা ও সাবালিকার নামাযে সমস্ত শরীরই আওরাত এমন কি তার মুখমন্ডল ছাড়া চুল ও নখ পর্যন্তআওরাত। স্বাধীনা ও সাবালিকার জন্য মুখমন্ডল,হাতের উভয় তালু নামাযের বাইরে দৃষ্টি দেয়ার দিক থেকে শরীরের অন্যান্য স্থানের ন্যায় আওরাত। তবে ইমাম শাফেয়ীর (রাহেমাহুল্লাহ) মতে স্বাধীনা ও সাবালিকার নামাযে তার মুখমন্ডল ও দু'হাত ব্যতীত সবই আওরাত।

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٣١) سورة الأعراف

অর্থঃ"হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর।"[48]

[সূরা আ'রাফ্ ৩১ আয়াত]

অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান কর।

সপ্তম শর্ত ঃ নামাযের ওয়াক্ত হাজির হওয়া ,এর প্রমাণে হাদীসে জিবরিল (عليه السلام) তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের প্রথম ওয়াক্তে এবং তার শেষ ওয়াক্তে নবী (ﷺ) এর ইমামতি করেন। এবং বলেন ঃ

(يَا مُحَمَّدُ اَلصَّلَاةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْـوَقْتَيْنِ) " হে মুহাম্মাদ! এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে নামযের ওয়াক্ত।" [49]

ওয়াক্ত মত নামায আদায় করা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (١٠٣) سورة النساء

---

[48] - যীনাত বা সৌন্দর্য যা আওরত বা লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে এবং যদিও তা আবা দ্বারা হউক না কেন (অর্থাৎ মেয়েদের পর্দার জন্য বোরকার ন্যায় এক প্রকার ঢিলা জামা)। আয়াতে মসজিদ বলতে অর্থ নামায।

[49]- হাদীসটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বিস্তারিত ,নাসায়ী, তিরমিযী এবং ইবনে হিব্বান এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে বুখারী থেকে বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে হাদীসটি এই অধ্যায়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস।

অর্থঃ " নিশ্চয়ই নামায ঈমানদারগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (আদায় করা) নির্ধারিত।"

[সূরা নিসা -১০৩ আয়াত]

নামাযের সময়ের প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْـرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٧٨) سورة الإسراء

অর্থঃ" সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের নামায; ফজরের নামায পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" [50]

[সূরা বানী ইসরাইল-৭৮]

অষ্টম শর্ত ঃ কিবলা মুখী হওয়া ,এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (١٤٤) البقرة

---

[50]-সূর্য হেলে পড়ার অর্থ হলো অর্ধ দিবসের বৃত্ত থেকে সূর্যের ঢলে পড়া অথবা সূর্যের অস্ত যাওয়া। (غَسَقِ اللَّيْـلِ) এর অর্থ হলো রাতের প্রচন্ড ও তীব্র অন্ধকার যা ইশার ওয়াক্তে হয়ে থাকে।(وَقُرْآنَ الْفَجْـرِ)অর্থাৎ ফজরের নামায (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)" ফজরের নামায পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে" অর্থাৎ ফজরের নামাযে দিন ও রাতের ফিরিশতাগণ হাজির হয়ে থাকে।

অর্থঃ“ নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তলন অবলোকন করছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলা মুখীই করবো যা তুমি কামনা করছো; অতঃএব তুমি পবিত্রতম মসজিদের দিকে (কা'বার দিকে) তোমার মুখমন্ডল ফিরিয়ে নাও এবং তোমরা যেখানে আছ তোমদের মুখ সে দিকেই ফিরিয়ে নাও।”

[সূরা বাকারাহ -১৪৩ আয়াত]

নবম শর্ত ঃ (অন্তরে) নিয়্যত করা এবং নিয়্যতের স্থান হলো অন্তর। মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করা বিদআত। নিয়্যতের প্রমাণে নিম্নের হাদীস,

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَات ؛ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى)

অর্থ“সমস্ত কাজ-কর্মই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তাই হবে,যা সে নিয়্যত করেছে।” [বুখারী] [51]

নামাযের রুকন ১৪ টি ঃ-

(১) শক্তি থাকলে দাড়ানো (২) তাকবীরে তাহরীমাহ বলা (৩) (ইমাম ও মুকতাদি উভয়ের জন্যই) সূরা ফাতিহা পাঠ করা (৪) রুকুতে যাওয়া (৫) রুকু থেকে (উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে) দাড়ানো (৬) শরীরের সাতটি অঙ্গের প্রতি সিজদাহ করা (৭) সিজদাহ থেকে

---

[51]- এ হাদীসটি ইমাম বুখারী স্বীয় বুখারীতে কয়েক সূত্রে এবং বিভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন। এবং ইমাম মুসলিম স্বীয় মুসলিমে কিতাবুল জিহাদের শেষে উল্লেখ করেছেন। সুনান ও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্যে উক্ত গ্রন্থগুলি দেখতে পারেন।

উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে বসা (৮) দু'সিজদার মাঝে বসা (৯) নামাযের সমস্ত রুকন ধীর ও স্থিরতার সাথে আদায় করা (১০) যথাক্রমে ও ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা (১১) শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা (১২) শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা (১৩) নবী করীম(ﷺ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা (১৪) ডান এবং বামে ছালাম ফিরানো।

রুকন সমূহের প্রমাণ ঃ

প্রথম রুকন ঃ

শক্তি থাকলে দাড়ানো , এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَـانِتِينَ﴾ (٢٣٨) **سورة البقرة**

অর্থঃ" তোমরা নামায সমূহ ও মধ্যবর্তী নামাযকে (আসরকে) সংরক্ষণ কর এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (নামাযে) দন্ডায়মান হও।"

[সূরা বাকারাহ -২৩৮ আয়াত]

দ্বিতীয় রুকন ঃ

তাকবীরে তাহরীমাহ বা নামাযের শুরুতে প্রথম তাকবীর দিয়ে নামায আরম্ভ করা। এর প্রমাণে নিম্নের হাদীস ঃ (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)

অর্থ"

52

এর পরে দু'আ ইস্তেফতাহ পাঠ করা। এটি পাঠ করা সুন্নাত।

দু'আ ইস্তেফতাহ নিম্নরূপ ঃ

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়া'লা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থঃ-" হে আল্লাহ ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি প্রশংসাময়, এবং তোমার নাম বরকতময় ও তোমার মর্যাদা অতি উচ্চে, আর তুমি ব্যতীত (সত্যিকার) কোন মা'বূদ নেই।"

(শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা)

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা" এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ ! আমি তোমার মহান সত্তার যথাযথ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। **"ওয়া বিহামদিকা "** অর্থাৎ তোমার প্রশংসা ও স্তুতি।**"ওয়া তাবারাকাসমুকা"** অর্থাৎ তোমার নাম স্বরণে বরকত লাভ করা যায়।**"ওয়া তায়া'লা জাদ্দুকা"** অর্থাৎ তোমার মর্যাদা অতি মহান।" **ওয়া লা- ইলাহা গাইরুকা "** হে আল্লাহ ! তুমি ব্যতীত আসমান ও যমীনে সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই।

﴿ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾

---

52 - হাদীসটি ইমাম শাফী',আহমাদ, আল বায্যার এবং নাসায়ী ছাড়া আসহাবে সুনান বর্ণনা করেছেন। এবং ইবনুল সাকান নিম্নের শব্দে উল্লেক করেছেনঃ (مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير تحليلها التسليم) অর্থঃ" -----

উচ্চারণঃ আঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম। অর্থঃ" আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(أَعُــوذُ) এর অর্থ হলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি, হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে বিতাড়িত এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরীভূত শয়তান হতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তোমাকেই আঁকরে ধরছি, যাতে সে আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন বিষয়ে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে।

তৃতীয় রুকন ঃ

সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রত্যেক রাকআতের জন্য রুকন, যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

(لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

অর্থঃ " যে ব্যক্তি (নামাযে) সূরা ফতিহা পাঠ করে না তার নামায হয় না।" [53] [বুখারী, মুসলিম]

সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন ।[54]

---

[53] হাদীসটি ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণও উল্লেখ করেছেন।

[54] - সুরাটিকে উম্মুল কুরআন বলার কারণ হলো যে, সূরাটি কুরআনের মূল আর "উম্মু " অর্থ হলো আসল বা মূল, কারণ আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যে সমস্ত সূরাকে একত্রিত করেছেন। কারণ সূরা ফতিহায় তাওহীদে রুবূবীয়াহ এবং তাওহীদে উলূহিয়্যাকে প্রমাণ করা হয়েছে। আর কুরআনের উদ্দেশ্যই হলো তাই। আল্লাহই অধিক অবগত।

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। **অর্থঃ**" আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।" এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বরকত - কল্যাণ ও সাহায্য কামনা করা হয়।

[**بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الـرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْـتَعِينُ (٥) اهـدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (٧)**

অর্থ:"(১)পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি (২) আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক (৩) যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময় (৪) যিনি প্রতিফল দিবসের প্রভু (৫) আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই (৬) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন (৭) তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"]

الْحَمْـدُ للّـه। অর্থ প্রশংসা ও স্তুতি আলহামদ্ শব্দে আলিফ ও লাম ইছদিগরাক্ব বা সমস্ত হামদ বা প্রশংসকে পরিব্যাপ্ত ও পুরোপুরি অন্ত র্ভুক্ত করার জন্য। আর ----------

(رَبِّ) অর্থ মা'বূদ যিনি সৃষ্টিকার্তা, রিযিকদাতা, মালিক ও শাসনকর্তা, কর্তৃত্বকারী এবং অগণিত নিয়া'মতের দ্বারা লালনপালনকারী।

(الْعَالَمِينَ) আল্লাহ ছাড়া প্রতিটি বস্তুই একেকটি আলম বা জগৎ আর আল্লাহ পাক হলেন সমস্ত আলম বা জগতের লালনপালনকারী।

(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) এমন রহমত যা সমস্ত মাখলুকাতের জন্য ব্যাপক। এমনরহমত যা শুধু ঈমানদারদের জন্য নির্দিষ্ট। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾(٤٣) سورة الأحزاب

অর্থঃ"এবং তিনি (আল্লাহ) মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।"

[সূরা আহযাব -৪৩ আয়াত]

(مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) অর্থাৎ প্রতিদান দিবস এবং হিসাব ও নিকাশের দিবস, যেদিন প্রত্যেককে তার আমল ও কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল আমলের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং মন্দ আমলের জন্য খারাপ পুরস্কার প্রদান করা হবে। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴾ (١٩) سورة الإنفطار

অর্থঃ"এবং কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি জান? আবার বলিঃ কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি অবগত আছ? সে দিন একের অপরের জন্যে কিছু করবার সামর্থ্য থাকবে না; এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।"

[সূরা ইনফিতার ১৭ -১৯ আয়াত]

প্রতিফল দিবসের প্রমাণে হাদীস থেকে প্রমাণ ঃ

وقال ﷺ ((الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبـــع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني))

অর্থঃ" বুদ্ধিমান ও চতুর সে যার অন্তর তার অনুগত এবং মৃর্ত্যুর পরের জন্য আমল করে আর অক্ষম ও দুর্বল সে যে তার আত্মা ও মনের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে এবং আল্লাহর কাছে দীর্ঘজীবন লাভের আশা রাখে।" [55]

---

[55] - ইমাম আহমাদ,তিরমিযী এবং হাকেম শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম হাদীসটি সহীহ বলেছেন তবে ইমামযাহাবী হাকেমের মন্তেব্যে একমত নন।এর অর্থ আল্লাহ ভাল জানেন তবে হাদীসের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হতে পারে। কোন বিষয় বা কাজে বুদ্ধিমান ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাক্তি সে যে ব্যক্তি শেষ পরিণতির পর্যবেক্ষক এবং তার আত্মার হিসাব করে, মনকে শাস্তি দেয়, অন্ত রকে শাস্তি দেয়,পরাহত রাখে ও দমন ও বশীভূত রাখে যাতে আত্ম তার অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকে এবং কখনই তার খেলাফ করে না। এবং হঠাৎ মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর পরে আখেরাতের জন্য কাজ করে। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্যোতি অর্জন করতে পারবে যার ফলে তাঁর কাছে সৌভাগ্যবান হতে পারবে। এবং অপারগ ও অক্ষম এবং অবহেলাকারী যে কোন বিষয় বা কাজে নফস বা মনের প্রবৃত্তির অনুসরন করে থাকে এবং তার নফসকে সে প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা থেকে বিরত ও নিবৃত্ত রাখতে পারে না। এবং

(إِيَّاكَ نَعْبُــد) অর্থাৎ (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করিনা। বান্দা এবং তার প্রতিপালকের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা যে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না।(وإِيَّــاكَ نَسْــتَعِينُ) বান্দা এবং তার প্রতিপালকের মধ্যে প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকটে সাহায্য চাইবে না।

(اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ) আয়াতে اهْدِنَا এর অর্থ (হে আল্লাহ!) হলো আমাদেরকে পথপ্রদর্শন কর ,আমাদেরকে পথনির্দেশ কর এবং আমাদেরকে হিদায়েতের প্রতি প্রতিষ্ঠিত রাখ। الصِّــرَاطَ এর অর্থ ইসলাম, বলা হয়েছে যে এর অর্থ রাসূল বা কুরআন , এর প্রতিটিই সঠিক।(الْمُســتَقِيمَ) অর্থাৎ এমন রাস্তা যার মধ্যে কোন বক্রতা

অত্মাকে সে হারাম কাজ করা থেকে রক্ষা করতে পারে না। এত সব করার পরেও সে আল্লাহর কাছে মঙ্গল কামনা করে থাকে। সে তার প্রতিপালকের আনুগত্যে অবহেলা ও শিথিলতা এবং আত্মার প্রবৃত্তির অনুসরণ করার পরেও আল্লাহর কাছে কোন ক্ষমা ও কৈফিয়াত পেশ না করে বরং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিক এই আকাংখা প্রকাশ করে থাকে এবং সে নিজেকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত পাওয়ার যোগ্য বলে নিজেকে বিবেচনা করে থাকে। এবং এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে এ ধরণের বিশ্বাস রাখা সবচেয়ে বড় মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা। শয়তান তাকে দ্বীন ইসলামের কাঠামোর আনয়ন করেছে। আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

নেই।(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ) এমন পথ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (٦٩) سورة النساء

অর্থঃ"এবং যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তবে তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্যবাদীগণ ও সৎকর্মশীলগণ এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।"

[সূরা আন নিসা ৬৯ আয়াত]

(غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ) যাদের প্রতি গযব বর্ষিত হয়েছে, তারা হলো ইহূদী সম্প্রদায়। যারা এলম ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পরেও সে মোতাবেক আমল করে নেই। আমারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে তাদের পথ থেকে রক্ষা করেন।(وَلاَ الضَّـالِّينَ) "তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে" তারা হলো নাসারা সম্প্রদায়, যারা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। আমারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে তাদের পথ থেকে দূরে রাখেন। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (١٠٤) سورة الكهف

অর্থঃ"(হে রাসূল!) তুমি বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিবো তাদের যারা কর্মে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত? ওরাই তারা,পার্থিব জীবনে

যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।"

[সূরা আল কাহাফ -১০৪ আয়াত]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

((لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحـــر ضـــب لدخلتموه، قالوا يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟)) أخرجاه

অর্থঃ [আমি আশংকা করছি] "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে [56] অনুসরণ করবে [যা আদৌ করা উচিত নয়] এমন কি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে যায়, [57] তোমরাও তাতে ঢুকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন 'হে

---

[56] القـــذة এর অর্থ হলো তীরের পালক , এটি হলো ইহূদী ও নাসারাদের সঙ্গে বিরোধিতা ও বৈপরীত্যে এবং পাপ ও গুনাহের কাজে প্রচন্ড ভাবে সামঞ্জস্যতার কথাকে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে কুফরীতে নয়। এটি একটি খবর বা সংবাদ যার অর্থ হলো তাদের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং মুসলমানদেরকে তিনি ছাড়া অন্যের অনু অনুসরণ দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

[57] -গুঁই সাঁপ স্থলচর প্রাণী অর্থাৎ অবশ্যই এই উম্মত আহলে কিতাবের প্রতিটি মন্দ ও খারাপ কাজের অনুসরণ করবে এমন কি তারা যদি এ কাজটিও করে যা তাদের স্পষ্ট ক্ষতির অহংকার আছে

আল্লাহর রাসূল,তারা কি ইহূদী ও নাসারা ? জবাবে তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে ?" [58]

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন ঃ

(قال ﷺ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى علـــى اثنين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار

মুসলমানরা সে কাজেও তাদের অনুকরণ ও অনুকরণ করবে। অথবা বলা হয়েছে যে, তার মূল কথা হলো সাপ গুঁই সাঁপের গর্তে ঢুকে তাকে তার গর্ত থেকে বের করে দিয়ে নিজের আস্তানা বা স্থান বানিয়ে নেয়। এজন্যে আরবীতে বলা হয় أظلم من حيـــة। হাদীসের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ভাল অবগত। অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ যদি যুলুমও করে তবে তোমরাও অবশ্যই তাই করবে, যেভাবে সাপ গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে তাকে জোর করে অন্যায় ভাবে কষ্ট দিয়ে নিজের সে অবস্থান করে।

[58] অস্বীকৃতি প্রশ্নবোধক একটি বিষেশ্য ,অর্থাৎ তারা ছাড়া অন্য কেউ উদ্দেশ্য নয়। তাবারানী মুসতাদরাক ইবনে শাদ্দাদ থেকে মারফু' সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

(لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حـــتى تأتيـــه অর্থাৎ " এই উম্মত পূর্ববর্তী লোকদের এমন কোন রীতি- নীতি নেই যা তারা করবে না।"

إلا واحدة، قلنا: من هي يا رسول الله ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليـــه وأصحابي))

অর্থঃ" ইহূদ সম্প্রদায় একাত্তর ফেরকায় (দলে) এবং নাসারাগণ বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। এই উম্মত (উম্মতে মুহাম্মাদীয়হ) তিহাত্তর ফেরকায় (দলে) বিভক্ত হবে। কেবলমাত্র একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! সেটি কোন দল ? তিনি বললেন ঃ আমি এবং আমার সাবাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।" [59]

পঞ্চম রুকন ঃ রুকু থেকে (উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে) দাড়ানো।

ষষ্ট রুকন ঃ শরীরের সাতটি অঙ্গের প্রতি সিজদাহ করা ।

সপ্তম রুকন ঃ সিজদাহ থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে বসা।

---

[59]- চার আসহাবে সুনান হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী তা হাসান এবং সহীহ বলেছেন। এবং তুমি যেনে রাখ যে,বর্তমান এবং পূর্বের ওলামাদের কাছে হাদীসে যে মতভেদর প্রতি নিন্দা করা হয়েছে তা হলো দ্বীন ইসলামের মৌলিক এবং তাওহীদের বিষয়ে, এবং ফিকহের ফরয়ী বা শাখা প্রশাখার ব্যাপারে নয়। কারণ প্রথমটির অনুসারীরা একে অপরকে কাফির বলেছে দ্বিতীয়টিতে নয়। তুমি এ বিষয়ে সাবধান হও এবং প্রতারিত ও অহংকারীদের মধ্যে হইওনা।(على مثل ما أنا عليه وأصحابي)" আমি এবং আমার সাবাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত" তাঁর এ কথার মাধ্যমে দ্বনি ইসলামে নতুন যা আবিস্কার হবে তা নাকচ ও অকার্যকর করা হয়েছে আর এর সবই মন্দ এবং এর মাধ্যমে দ্বীনের ধ্বংস ও সর্বনাশ ডেকে আনবে।

অষ্টম রুকন ঃ দু'সিজদার মাঝে বসা ।

উপরে উল্লেখিত রুকনগুলির দলীল ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ (৭৭) سورة الحـــج

অর্থঃ" হে মু'মিনগণ ! তোমরা রুকু কর এবং সিজদা কর।"

[সূরা হাজ্জ -৭৭ আয়াত]

হাদীস থেকে দলীল ঃ

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন ঃ

قال النبي ﷺ ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم))

অর্থঃ"আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদাহ করি।" [60] (কপাল, দু'হাত, দু'হাটু, এবং দু'পায়ের অগ্রভাগ)

<u>নবম রুকন</u> ঃ নামাযের সমস্ত রুকন ধীর ও স্থিরতার সাথে আদায় করা ।

দশম রুকন ঃ এবং তা যথাক্রমে ও ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা। এর প্রমাণে নিম্নের হাদীসে মুছি (যিনি তার নামাযে ভুল করেছিলেন)

(عن أبي هريرة رضي الله عنه ((بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ دخـــل رجل فصلى فسلم على النبي ﷺ فقال: ارجع فصل فإنك لم تصـــل فعلـــها ثلاثا)) ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القـــرآن، ثم

---

[60]- হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্যরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এই বইয়ের লিখক হাদীস থেকে উদ্ধৃতির অংশটি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন।

اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمـــئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)).

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ করল এবং নামায পড়ল, অতঃপর নবী করীম(ﷺ) কে ছালাম করল। (রাসূল (ﷺ) তার উদ্দেশ্যে ছালামের জওয়াব দিয়ে বললেন) তুমি ফিরে যাও এবং পুনরায় নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড় নেই (তোমার নামায হয় নেই) এভাবে তিনবার করলো। অতঃপর লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন আমি এর চেয়ে আর উত্তম নামায জানি না , তাই আপনি আমাকে নামায শিক্ষা দিন। নবী করীম (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি যখন নামায পড়ার জন্য দাড়াবে তখন আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরীমাহ বলবে অতঃপর কুরআন থেকে তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তা পাঠ করবে। অতঃপর রুকু করবে এবং রুকুতে পূর্ণ মুতমাইন হবে অতঃপর মাথা উঠিয়ে একেবারে সোজা হয়ে দাড়াবে অতঃপর সিজদা করবে এবং সিজদায় পূর্ণভাবে প্রশান্ত হবে অতঃপর মাথা তুলে একেবারে সোজা হয়ে বসবে। এ ভাবেই তুমি ধীরস্থির ভাবে পূর্ণ নামায আদায় করবে **61** ।"

[বুখারী ও মুসলিম]

61-হাদীসটি ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারীতে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য মুহাদ্দীসগণও বর্ণনা করেছেন।

একাদশ রুকন ঃ শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা ফরযকৃত রুকন, যেমন ইবনে মাসউদের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

(**عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((كنا نقول قبل أن يفـــرض علينـــا التشهد. السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، وقـــال النبي ﷺ ((لا تقولوا السلام على الله من عباده فان الله هو السلام ولكـــن قولوا:**

অর্থঃ" ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমাদের প্রতি তাশাহহুদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলতাম "অল্লাহর উপর তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক, জিবরীল ও মীকাঈল এর প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, "অল্লাহর উপর তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক এমন কথা তোমরা বলো না। কেননা আল্লাহ তিনি নিজেই সালাম বা শান্তি।" বরং তোমরা বলবে -

তাশাহহুদ ঃ

(التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَـــةُ اللَّـــه وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.)

উচ্চারণঃ"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ ছালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালিহীন।

আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

অর্থঃ" যাবতীয় ইবাদত, মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্য। হে নবী ! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।"

(اَلتَّحِيَّاتُ) এর অর্থ হলো সমস্ত প্রকার সম্মান,মর্যাদা ও শাসনক্ষমতা এবং উপযুক্ততা আল্লাহর জন্য, যথা বাঁকা হয়ে ঝুঁকে পরা, রুকু করা, সিজদাহ করা, স্থির হয়ে ধারাবাহিক ভাবে করার জন্য অবস্থান করা। আল্লাহর সম্মান ও শ্রেষ্টত্ব ঘোষণার জন্য যা কিছু করা হয় তাই ইবাদত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এর কোন কিছু সাব্যস্থ করবে সে কাফের ও মুসরিক হয়ে যাবে ([62])। (وَالصَّـــلَوَاتُ) এর অর্থ হলো সমস্ত প্রকার ডাকা ও আহবান বা দু'আ, বলা হয়েছে

---

[62]-এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে নিশ্চয়ই রুকু, সিজদা এবং বিপদের সময় দু'আয় আল্লাহ তা'য়ালার যা কিছুই সম্মান ও মর্যাদা এবং বড়ত্ব বর্ণনা করা হয় এবং দুঃখ ও কষ্ট আসলে আশ্রয় নেওয়ার সময়। আল্লাহ যার নাম মহিমান্বিত এবং যার সীফাত বা গুণাগুণ সর্বোচ্চ ও মহান তিনি ছাড়া যখন অন্য করো জন্য তা করে , সে কুফরী করবে এবং অন্যের সাথে আল্লাহকে শরীক করবে যা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

যে এর অর্থ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায। (وَالطَّيِّبَاتُ) এর অর্থ হলো আল্লাহ পক পবিত্র এবং তিনি মৌখিক, শারীরিক ইবাদতের পবিত্র ও পরিচ্ছন ছাড়া গ্রহণ করেন না।

(السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) এর মাধ্যমে তুমি নবী (ﷺ) এর জন্য রহমত, বরকত এবং শান্তির জন্য দু'আ করছো।--------

(السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) এর মাধ্যমে তুমি তোমার নিজের প্রতি এবং আসমান ও যমীনের সমস্ত সৎ ও ভাল লোকের জন্য শান্তির জন্য দু'আ করছো। ছালাম অর্থ দুআ। সৎ ও যোগ্য লোকদের জন্য দু'আ করা যাবে তবে আল্লাহর সাথে তাদেরকে আহবান করা যাবে না।

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) এর মাধ্যমে তুমি সুনিশ্চিত ভাবে এ সাক্ষ্য প্রদান করছো যে আসমান এবং যমীনে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই।

(وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) একজন বান্দাহ তিনি ইবাদতের হকদার নন এবং তিনি রাসূল তার ইবাদত করা যাবে না বরং তাঁর অনুস্বরণ ও অনুকরণ করতে হবে। আল্লাহ পাক তাঁকে দাসত্বের মাধ্যমে সম্মানে ভূষিত করেছেন। রাসূলের দাসত্বের প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (١) سورة الفرقان

অর্থঃ“ কত মহান তিনি (আল্লাহ) যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ‘ফুরকান’ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে।” [সূরা ফুরকান -১ আয়াত]

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রা-হীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।”

অর্থ ঃ “হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর। যেমন তুমি ইব্‌রাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।”

(الصـــلاة) সালাত শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে মালায়ে আ’লায় তাঁর বান্দার প্রতি প্রশংসা করা বুঝায়। যেমন ইমাম বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ) আবী আলীয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন (صلاة الله على عبده ثناؤه في الملأ الأعلى) অর্থাৎ “আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার প্রতি সালাত এর অর্থ হলো মালায়ে আ’লা বা তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাদের কাছে প্রশংসা করা। বলা হয়েছে এর অর্থ রহমত তবে প্রথম মতটিই সঠিক। এবং সলাত শব্দটি ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে হলে এর অর্থ হবে ক্ষমা প্রর্থনা করা, আর মানুষের পক্ষ থেকে হলে এর অর্থ হবে দুআ করা।

(وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

উচ্চারণঃ ওয়া বা-রিক আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা ইব্‌রা-হীমা ওয়া আলা আলি-ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

অর্থঃ" মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি ইব্‌রাহীম (عليه السلام) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও গৌরাবান্বিত।"

(وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ--) এর শেষ পর্যন্ত পাঠ করা এবং এর পর অন্যান্য কথা ও কাজ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

নামাযের ওয়াজিব সমূহ ঃ

নামাযের ওয়াজিবসমূহ ৮ টি

(১)তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া,নামাযে অন্যান্য তাকবীর ।

(২) রুকুতে(سبحان ربي العظيم) **"সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম"** বলা।

(৩) ইমাম ও একাকীর (سمع الله لمن حمده)**" সামি'আলাহু লিমান হামিদাহ"**বলা।

(৪) সকলের জন্য (ربنا ولك الحمد) **"রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্"** বলা।

(৫) সিজদায় (سبحان ربي الأعلى)**"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা "** বলা।

(৬) দু'সিজদার মাঝে (رب اغفرلي) **" রাব্বিগফিরলী "** বলা।

(৭) প্রথম তাশাহহুদ পড়া।

(৮) এবং প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা। এটি সুন্নাত ।----------

নামাযে কোন রুকন ভুলে গেলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে এ কারণে নামায বাতিল হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের কোন একটি ওয়াজিব ছাড়া পড়লে তা ছাড়ার কারণে নামায বাতিল হয়ে যাবে। এবং উক্ত ওয়াজিব ভুলে ছাড়া পরলে সাহু সিজদার মাধ্যমে এর সংশোধন করা সম্ভব। আল্লাহই অধিক অবগত।

القواعد الأربع

চারটি ভিত্তি

মহান আরশের প্রতিপালক ও মালিকের (আল্লাহর) বারগাহে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং যেখানেই এবং যে অবস্থায় থাকো না কেন তিনি যেন তোমাকে সর্বাবস্থায় তোমার অবস্থানকে বরকত ও কল্যাণময় করেন। এবং তোমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাকে কিছু প্রদান করা হলে সে শুকরিয়া আদায় করে এবং কোন পরীক্ষা করা হলে সে সবুর ও ধৈর্য ধারণ করে এবং কোন গুনাহ করলে সে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর এই তিন শ্রেণীর মানুষই হলেন কল্যাণ ও সমৃদ্ধির অধিকারি।

(প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন) আল্লাহ পাক তোমাকে তাঁর আনুগত্য করার পথ প্রদর্শণ করুন। আর মিল্লাতে ইবরাহীমই একমাত্র সঠিক ও খাঁটি ধর্মবিশ্বাস। মিল্লাতে ইবরাহীমের ধর্মবিশ্বাস হলো যে, তোমার এক মাত্র আল্লাহর ইবাদত বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে করা।

আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থঃ" আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এজন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে [63]।"

---

[63] -ইবনে কসীর (রাহেমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসী গ্রন্থে বলেন ঃ অর্থাৎ আমি (আল্লাহ) তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এ কথার নির্দেশ দেয়ার জন্যে যে তারা আমার ইবাদত করবে , এ কথা বলার জন্যে নয় যে তাদের কাছে আমার নিজের কোন প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছি। আর এ কথায়

[সূরা যারিয়াত - ৫৬ আয়াত]

এ কথা যখন অবগত হলে যে আল্লাহ পাক তোমাকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন তা হলে এ কথাও যেনে রাখ যে ইবাদতে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ নেই সে ইবাদতকে ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না, যেমন পবিত্রতা ছাড়া নামাযকে নামায হিসেবে অভিহিত করা যায় না। তাই যখন ইবাদতে কোন শিরক দাখিল হবে সে ইবাদত বাতিল হতে বাধ্য, যেমন পবিত্রতার মধ্যে কোন অপবিত্রতার অনুপ্রবেশ। আর তুমি এ কথা যখন অবগত হলেন যে যখন ইবাদতে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটবে উক্ত ইবাদত বাতিল হয়ে যাবে এবং তার আমলও নষ্ট হয়ে যাবে এবং শিরককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান করবে। কাজেই এ কথা অবগত হলে যে তোমার প্রতি উক্ত বিষয়ে (তাওহীদ সম্পর্কে) অবগত হওয়া সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে আশা করা যায় যে আল্লাহ পাক তোমাকে এই জাল ও ফাঁদ (নেটওয়ার্ক) থেকে রক্ষা করবেন আর তা হলো আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা , যে সম্পর্কে আল্লাহ পাকের এরশাদ হলো ঃ

﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ (١١٦) النساء

কোন সন্দেহ নেই যে আল্লঅহ পাক জগতকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী তারই উপযুক্ত ও প্রস্তুত। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মধ্যে জ্ঞান সংযোজন করেছেন এবং তাদের জন্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুভূতি ইত্যাদি অসংখ্য যোগ্যতা দান করেছেন।

অর্থঃ“ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষামা করে থাকেন।”

[সূরা আন নিসা -১১৬ আয়াত]

পূর্বে উল্লেখিত শিরকের বিভিন্নমুখি ফাঁদ থেকে রাক্ষা পেতে চাইলে (ইসলামের) চারটি ভিত্তি সম্পর্কে অবগত হতে হবে, আল্লাহ পাক যে চারটি ভিত্তিকে তাঁর কিতাবে (কুরআনে) উল্লেখ করেছেন।

প্রথম ভিত্তি ঃ

তোমার এ কথা অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, যে সমস্ত কাফেরদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা এ কথা স্বীকার করতো যে আল্লাহ তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং ব্যবস্থাপক কিন্তু তাদের এই স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করাতে পারে নেই। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾ (٣١) سورة يونس

অর্থঃ“(হে রাসূল!) তুমি বলঃ তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিযিক পৌছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে, যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, আল্লাহ ; অতঃএব, তুমি বলঃ তবে কেন তোমরা (শিরক হতে) নিবৃত্ত থাকছো না ?”

[সূরা ইফনুস - ৩১ আয়াত]

দ্বিতীয় ভিত্তি ঃ

কাফেররা বলতো যে আমরা তাদেরকে (মিথ্যা মা'বূদ ও আওলীয়াদেরকে) আহবান করতাম এবং তাদের অভিমুখি হতাম শুধু (আল্লাহর) নৈকট্য ও শাফাআত তলব করার জন্য।

নৈকট্য লাভের বিষয়ে অল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

(অর্থাৎ কোন অলী-আউলীয়া ও সৎলোকদেরকে এই উদ্দেশ্যে আহবান করা যেন তারা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় এগুলি সবই শিরক)

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوْا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ (٣) سورة الزمر

অর্থঃ"জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিবেন। যে (কথায়) মিথ্যাবাদী ও (বিশ্বাসে) কাফির, আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

[সূরা যুমার ৩ আয়াত]

শাফাআতের প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ ﴾(١٨) سورة يونس

অর্থঃ" আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করে, যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না, তারা বলেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।"

[সূরা ইফনুস -১৮ আয়াত]

শাফাআতের প্রকারঃ

শাফাআত দু'প্রকার (ক) নিষিদ্ধ শাফাআত (খ) শরীয়ত সম্মত বা জায়েয শাফাআত। হারাম বা **নিষিদ্ধ শাফা'আত** হলো যে, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে এমন বিষয়ে আবেদন করা যা আল্লাহ ব্যতীত তার দেওয়ার (কোনই) ক্ষমতা নেই। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢٥٤) سورة البقرة

অর্থ"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা হতে সে কাল (কেয়ামত) সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যাতে ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন) সুপারিশ নেই, আর আবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী [64]।"

---

[64]- হাফেজ ইমাদুদ্দীন যিনি ইবনে কাসীর নামে পরিচিত তিনি তার তাফসীরে এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে

যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় যে রাস্তা কল্যাণের পথে খরচ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যার সওয়াব তাদের প্রতিপালক এবং মালিক এর নিকটে মওজুদ বা সংরক্ষণ থাকবে। এবং উক্ত কাজে দুনিয়ার এই জীবনে কিয়ামত আসার পূর্বে দ্রুত সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। কারণ কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার জীবনকে কোন কিছুইর নিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং দুনিয়া ভর্তি পরিমাণও যদি সর্ন বিনিময় প্রদান করতে চায় তাও গ্রহণীয় হবে না এবং কারও বন্ধুত্বও কোন উপকারে আসবে না। এমনকি কোন বংশ পরিচয়ও তার কোন উপকারে আসবে না। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন ঃ

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١٠١) سورة المؤمنون

অর্থঃ"এবং যেদিন সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোজ খবর নিবে না।" [সূরা আম্বিয়া ১০১ আয়াত]

وَلاَ شَفَاعَةٌ অর্থাৎ কোন সুপরিশকারির সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহর বাণী ঃ (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) অর্থাৎ সেই দিন তার চেয়ে জালেম ও কাফের আর কেউ নেই যে আল্লাহর ওয়াদাকে পূর্ণ করেছে তার সাথে যুলুম করেছে। ইবনে আবী হাতেম আতা ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ সেই আল্লাহর প্রসংশা যিনি বলেছেন ঃ (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) যারা কাফির তারাই যালিম এবং

[সূরা বাকারাহ -১৫৪ আয়াত]

শরীয়ত সম্মত বা বৈধ শাফাআত হলো যা আল্লাহর কাছে চাওয়া হয় এবং শাফাআতকারীকে শাফাআত লাভে সম্মানিত করা হয়েছে ও সুপারিশকৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর অনুমতির পরে উক্ত ব্যক্তির কথা ও কাজে আল্লাহর রাজি খুশি থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه ﴾ (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থঃ"এমন কে আছে যে তদীয় অনুমতি ব্যতীত তাঁর (আল্লাহর) নিকট সুপারিশ করতে পারে?" [65]

এ কথা বলেন নেই যে যারা জালেম তারাই কাফির। আল্লাহই ভাল অবগত।

[65] -আল্লাহ তা'য়ালার আযামাত বা বড়ত্ব ,তাঁর জালালাত ও মহিমান্বিত গুণের কাছে, কিবরিয়াত বা মহিমার কাছে কারো এমন কোন দুঃসাহস হবে না যে করো বিষয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফাআত করার দুঃসাহস দেখায়। যেমন শাফায়াত বিষয়ের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (রাসূল (ﷺ) বলেন) আমি আরশের কাছে উপস্থিত হবো এবং সিজদায় পড়ে যাবো , আল্লাহ পাক যতক্ষণ চান আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। অতঃপর বলা হবে তুমি তোমার মাথা উঠাও এবং বল তোমার কথা শুনা হবে এবং শাফায়াত কর তোমার শাফায়াত কবূল করা হবে এরপর আমাকে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে অতঃপর তাদেরকে আমি জান্নাতে দাখিল করাবো। আল্লাহই ভাল অবগত।

[সূরা বাকারাহ - ২৫৫ আয়াত]

তৃতীয় ভিত্তি ঃ

নবী করীম (ﷺ) এনম এক মানব জাতির কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত ও আলাদা আলাদা ছিল। তাদের মধ্যে কেউ ফিরিশতার, কেউ নবীগণের ও সালেহীনদের ইবাদত করতো, আবার কেউ পাথর ও বৃক্ষের পূজা করতো অথবা তাদের কেউ সূর্য ও চন্দ্রের উপাসনা করতো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের সকলের সাথে লড়াই করেছেন এবং তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করেন নেই। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ﴾ (٣٩) سورة الأنفال

অর্থঃ" তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যেই হয়ে যায় (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন ও শাসন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়)।"

[সূরা আনফাল -৩৯ আয়াত]

চন্দ্র ও সূর্যকে সিজদাহ করা থেকে বিরত থাকার প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٣٧) سورة فصلت

অর্থঃ" তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয় ; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এইগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমারা তাঁরই ইবাদত কর।"

[সূরাঃ হা - মীম আসসাজদাহ - ৩৭ আয়াত]

ফিরিশতার ইবাদত করা থেকে বিরতথাকার প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ (٨٠) سورة آل عمران

অর্থঃ" আর তিনি ( ) তোমাদেরকে আদেশ করেন না যে, তোমারা ফিরিশতাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর; তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে বিশ্বাসদ্রোহীতার আদেশ করবেন [66] ?"

---

[66] - হাফেজ ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ আল্লাহ পাক তোমাদের কাউকেই তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারই ইবাদত করার নির্দেশ দেন না। চাহে তিনি কোন প্রেরিত নবী হউন অথবা আল্লঅহর কোন নিকটবর্তী ফিরিশতা হউন না কেন। তিনি কি তোমাদেরকে মুসলমান হওয়ার পর কুফরী করার নির্দেশ প্রদান করবেন? অর্থাৎ যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করার জন্য আহবান করে সে ছাড়া অন্য কেউ একাজ করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করার জন্য আহবান করল সে অবশ্যই কুফরের দিকে আহবান করল। নবীগণ এ বিশ্বাস করার প্রতি নির্দেশ দিতেন যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, যার কোন শরীক নেই। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (٢٥) الأنبياء

[সূরা আল ইমরান - ৮০ আয়াত]

নবীগণের ইবাদত না করার প্রমাণে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُــهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾

(١١٦) سورة المائدة

অর্থঃ" আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও ? ঈসা নিবেদন করবেন আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি;আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোনই অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি, তবে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে, আপনি তো আমার অন্তরস্থিত কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার অন্তরে যা

অর্থঃ" আমি তোমার (মুহাম্মাদ ﷺ এর) পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তার প্রতি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। "
আয়াতে আরবাব (প্রতিপালক) বলতে ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মা'বূদকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই অধিক অবগত।

কিছু রয়েছে আমি তো তা জানি না; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।" [67]

[সূরা মায়িদাহ - ১১৬ আয়াত]

সালেহীন বা সৎলোকদের ইবাদত করা থেকে বিরোত থাকার প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَـــهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ (٥٧) سورة الإسراء

অর্থঃ" তারা যাদেরকে (সালেহীনদেরকে) আহবান করে তারাই তো তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে

---

[67]-এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল ঈসা ইবনে মারইয়াম (عليه السلام) কে কিয়ামতের দিন সম্বোধন ও উদ্দেশ্য করে বলবেন, অথবা আল্লাহ পাক তাকে যখন দুনিয়া থেকে প্রথম আকাশে উঠিয়ে নিতেছিলেন যারা তাকে এবং তার মাকে মাবূদ বানিয়ে নিয়েছিল তাদের উপস্থিতিতে বলেছিলেন। এটি নাসারাদের জন্য একটি ভীতিপ্রদর্শন ও ধমকি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে আঘাত করা হবে। এবং ঈসা (عليه السلام) এর এভাবে উত্তরের মধ্যে ঃ

﴿ يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَـــيْسَ لِـــي بِحَـــقٍّ سُبْحَانَكَ مَا﴾ (عليه السلام) "ঈসা নিবেদন করবেন আমি তো আপনাকে পবিত্র মনে করি; আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোনই অধিকবার নেই" তার এই জওয়াবের মধ্যে পরিপূর্ণ ও উত্তম ভদ্রতা ও শিষ্টাচার রয়েছে। আল্লাহর কাছে তাঁর ন্যায় শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি।

তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে, তাঁরা দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁরা শাস্তিকে ভয় করে । তোমার প্রতিপালকের শাস্তি বয়াবহ।" [68]

[সূরা বাণী ইসরাইল - ৫৭ আয়াত]

বৃক্ষ ও পাথরের পূজা করা থেকে বিরত থাকার প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى﴾ (٢٠) سورة النجم

অর্থঃ"তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে ?"[69]

---

[68] - ইমাম বুখারী স্বীয় সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে আয়াতে (أُولَئِكَ الَّذِينَ) সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি একদল জ্বীনের ইবাদত করা হতো অতঃপর জ্বীনেরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের সম্পর্কে নাযিল হয় । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত যে এ আয়াতটি আরবের সেই সমস্ত লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয় যারা একদল জ্বিনের ইবাদত করতো অতঃপর জ্বিনেরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং আর যে সমস্ত মানুষ তাদের ইবাদত করতো তারা তাদের ইসলাম সম্পর্কে অবগত ও অনুভব করতে পারেন নেই তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়। আল্লাহই ভাল অবগত ।

[69] -আল্লাহ পাক আয়াতে মুশরিকদের মূর্তি, প্রতিমূর্তি এবং আল্লাহর সাথে যাদেরকে শরীক করে থাকে তাদের ইবাদতের প্রতি ধিক্যার ও আঘাত করেন এবং তাদের ইবরাহীম খলীল (عليه السلام) কতৃক নির্মিত কা'বা ঘরের সাদৃশ্যে নির্মিত ঘরগুলি সম্পর্কে বলেন।

" **লাত** " তায়েফের একটি কারুকার্য ও খোদাইকৃত সাদা কংকরময় ভুমি (পাথর) এবং যার উপরে একটি ঘর নির্মিত ছিল সে ঘরের অসংখ্য পর্দা ও খাদেম ছিল এবং তার পার্শে ছিল একটি বড় মাঠ । এটি তায়েফবাসীদের অর্থাৎ বানী সাকীফ কাবিলার এবং যারা তাদের অনুসারী ছিল তাদের কাছে অতি সম্মান ও মর্যাদার বস্তু ছিল। তারা কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য আরব কাবীলাদের কাছে তা নিয়ে ফখর বা অহংকার করতো।

"ওয্যা" নাখলা নামক স্থানে একটি বৃক্ষ যার উপরে একটি ঘর নির্মিত ছিল এবং যার উপরে পর্দায় থাকতো এটি হলো মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে কুরাশগণ যার সম্মান করতো। এ কারণেই আবূ সুফইয়ান ওহুদের যুদ্ধের মাঠে (মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে) বলেছিল আমাদের ওয্যা রয়েছে তোমাদের তো ওয্যা নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাবাবায়ে কেরামকে বলতে বললেন তোমরা উত্তরে বলো আমাদের রয়েছে 'মাওলা' বা অবিভাবক এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।

"মানাত" কাদীদ এর নিকটে মাশলাল নামক স্থানে মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। জাহেলিয়াতে খোযাআ,আল আউস এবং খাজরাযগণ তাকে সম্মান করতো এবং সেখান থেকে ইহরাম করে কা'বা ঘরে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে হাজির হতো। নবী করীম (ﷺ) একদল সাহাবায়ে কেরামকে ঐটিকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রেরণ করেন এবং খালেদ বিন ওলিদ সাইফুল্লাকে মুশরিকদের কাছে ওয্যা নামক মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য পাঠান এবং তিনি তা ভেঙ্গে

ফেলেন। এবং ভেঙ্গে ফেলার সময় নিম্নের কবিতাটি বলতে ছিলেন। "হে ওয্যা আমি তোমাকে অস্বীকার করি, তোমার কোনই পবিত্রতা বর্ণনা করি না, আল্লাহ তোমাকে অপমান ও অসম্মান করতে দেখেছি। আল্লাহর রাসূল মুগীরা ইবনে শু'বা ও আবূ সুফয়ান সাখার বিন হারবকে লাত মূর্তিকে ভাঙ্গার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তারা উভয়ে তাকে ভেঙ্গে ফেলেন। এবং তারা তায়েফে ঐ স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ সুফিয়ান বিন সাখার বিন হারবকে মানাতকে ভাঙ্গার জন্য পাঠান এবং তিনি তা ভেঙ্গে ফেলেন। কথিত আছে যে আলী বিন আবূ তালেব (رضي الله عنه) তা ভেঙ্গে ফেলেন। নবী করীম (ﷺ) দ্বীনে হক্ক নিয়ে আসেন এবং ইবাদতকে আন্তরিক ভাবে খালেস করার এবং সত্য মা'বূদকে চিহ্নতকরণ এবং সমস্ত প্রকার খারাপ ও ঘৃণ্য আদত বা স্বভাব ও রীতিকে বিলুপসাধন এবং যে সমস্ত জিনিস শিরকের সাথে মিশ্রণ ঘাটায় তা বিলপ সাধন করেন। তাঁর সাহাবায়ে কিরাম তারই উপর প্রবাহিত হয়েছেন এবং তাদের পরবর্তী মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ তাদেরই অনুস্বরণ করেছেন ---- ------ এবং শয়তান তাদের প্রতি বিজয়ী হলে এবং অনেক মুসলমানের অন্তরে বাতিলের ভ্রান্তি বিজয়ী হলে তারা নতুন ভাবে মূর্তি পূজার নবায়ন করা শুরু করে এবং বিশেষ করে আমাদের এই সময়ে যে সময় অজ্ঞতা যৌগিক হারে মিশ্রিত হয়েছে ও তার আকৃতি সজ্জিত হয়েছে তাই বিপদ ও দুর্যোগ ব্যাপক আকার ধারন করেছে। এই অবস্থায় আলেমগণ নীরব ও নিস্তব্ধ। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না

[সূরা নাজম ১৯- ২০আয়াত]

عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: ((خرجنا مع النبي ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط))--- الحديث

অর্থঃ" আবু ওয়াকিদ আল লাইছী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল (ﷺ) এর সাথে হুনাইনের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি [নওমুসলিম]। এক স্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুলগাছ ছিল, যার চারপাশে তারা বসতো এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। গাছটিকে "যাতু আনওয়াতু"বলা হতো। আমরা একদিন একটি কুলগাছের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন রাসূল (ﷺ) কে বললাম 'হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের যেমন "যাতু আনওয়াত" আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ"যাতু আনওয়াত"[অর্থাৎ একটি গাছ] নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন,"আল্লাহু আকবার তোমাদের এ দাবীটি পূর্ববর্তী লোকদের রীতি নীতি ছাড়া আর কিছু নয়। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথাই বলছো যা বানী ইসরাঈল মূসা (عليه السلام) কে বলেছিল। তারা বলেছিল " হে মূসা! মুশরিকদের যেমন মা'বূদ আছে আমাদের জন্য

ইলাইহে রাজেউন,আমারা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সকলেই তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

তেমন মা'বূদ বানিয়ে দাও। মূসা (عليه السلام) বললেন,তোমরা মূর্খের মতো কথা বলছো" (সূরা আরাফ ১৩৮) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতিই অবলম্বন করছো।" [70]

চতুর্থ ভিত্তি ঃ

আমাদের যামানার মুশরিকগণ পূর্বের যামানার মুশরিদের থেকে অধিক রূঢ় সভাবের, কারণ পূর্বের যামানার মুশরিকগণ (শুধু) সুখ ও স্বাচ্চন্দ্যের সময় শিরক করতো এবং কষ্ট ও দুঃখের সময় আন্তরিক ও খাঁটি ভাবে আল্লাহকে ডাকতো,আর আজকের যামানার মুশরিকগণ সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে থাকে। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (٦٥) سورة العنكبوت

---

70 - ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন সহীহ বলেছেন। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি অর্থাৎ তাদের কুফরীর কাল এই কুফর থেকে বের হয়ে আসার এবং ইসলামে প্রবেশের সময় নিকটবর্তী তাই তাদের অন্তরে ইসলাম এখনও দৃঢ় ও শক্তিশালি হয় নেই। (ينوطـــون) অর্থাৎ বরকত ও সম্মানের জন্য তারা তাতে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো ((ذات أنـــواط)) তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো এ বিশ্বাসে যে এ কাজটি আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং একাজের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করেছিল । তারা একথা বুঝতে পারে নাই যে তারা নবী করীম (ﷺ) এর বিরোধিতার উদ্দেশ্য করে নেই। এ হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাইলে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রচিত "কিতাবুত তাওহীদ" বইটি পড়ুন।

অর্থঃ“ তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়।”

[সূরা আনকাবূত -৬৫ আয়াত]

আল্লাহ পাক আমাদের নেতা ও সর্দার মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম নাযিল করুন।

সমাপ্ত

الأصول الثلاثة
وأدلتها
القواعد الأربع
شروط الصلاة

تأليف / الإمام المجدد شيخ الإسلام

محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله

علق عليها وصح أصولها

محمد منير الدمشقي